CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-126 ■ 5 February, 2026 ■ আগরতলা ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২২ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এসআইআর মামলায় সুপ্রিমকোর্টে মমতার সওয়াল নোটিশ কমিশনকে

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির কক্ষে ঢুকে তিনি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। শুনানির শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বন্ধ দরজার পিছনে ন্যায়বিচার কাঁদছে।" প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কাছে নিজের বক্তব্য রাখার জন্য সময় চান তিনি। সিজেআই তাঁকে ১৫ মিনিট সময় দিয়ে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেন।

উচ্চ স্বরে নিজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, তাঁর একাধিক অনুরোধ নির্বাচন কমিশন উপেক্ষা করেছে। তাঁর কথায়, "সমস্যা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমরা কোথাও ন্যায়বিচার পাই না। আমি ছয়বার নির্বাচন কমিশনকে লিখেছি, তবু কোনও উত্তর পাইনি।" এরপরই তিনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলেন।

বিচারপতির বেঞ্চ মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে 'গুরুত্বপূর্ণ' বলে স্বীকার করে জানায়, প্রতিটি সমস্যারই সমাধান রয়েছে। একইসঙ্গে আদালত এই মামলায় নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারি করেছে। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসেনজিৎ মৃত্যু মামলায় অভিযুক্তদের ফের জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৪ ফেব্রুয়ারি।। ডেলিভারি বয় প্রসেনজিৎ সরকার সংক্রান্ত বহুল আলোচিত মামলায় আবারও বড়সড় মোড়। উত্তর জেলার জেলা ও দায়রা জজ আদালত বুধবার মামলার পাঁচ মূল অভিযুক্তের বেইল আবেদন খারিজ করেছে। এই নিয়ে পরপর নবমবার বেইল আবেদন খারিজ হল আদালতে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিনভর বিক্ষোভে সভা মুলতুবি

লোকসভায় হট্টগোলে ভাষণ দিতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। তীব্র হট্টগোল ও বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভের জেরে বুধবার লোকসভায় ভাষণ দিতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবে বিকেলে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু একাধিকবার সভা মুলতুবি হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বাতিল হয়ে যায়।

সকালে প্রশ্নোত্তরপর্ব শুরু হতেই বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লোকসভা। স্পিকার ওম বিড়লা সদস্যদের নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানালেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। ফলে প্রথমে বেলা ১২টা পর্যন্ত সভা মুলতুবি করা হয়। পুনরায় অধিবেশন শুরু হলে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সাংসদরা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। ২০২০ সালের ভারত—চিন সীমান্ত সংঘাত, ভারত—আমেরিকা বাণিজ্য সমঝোতা-সহ একাধিক ইস্যুতে সরব হন তাঁরা। এরপর আবার দুপুর ২টো পর্যন্ত সভা স্থগিত করা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে অধিবেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তেলুগু দেশম পার্টির সাংসদ কৃষ্ণপ্রসাদ টেনেটি। তিনি বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকে বক্তব্য রাখার অনুমতি দেন। অভিযোগ, বক্তব্য রাখতে গিয়ে দুবে গান্ধী পরিবারকে আক্রমণ করেন এবং বিভিন্ন বইয়ের উল্লেখ করেন। এতে বিরোধী পক্ষের প্রতিবাদ আরও তীব্র হয়। টেনেটি স্পষ্ট জানান, এই ধরনের মন্তব্যের অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং স্পিকারের নির্দেশ অনুযায়ী এ ধরনের বক্তব্য নিষিদ্ধ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় সভা বিকেল ৫টা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কলারশিপের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। স্কলারশিপ না পাওয়ার অভিযোগে ফের ওবিসি কল্যাণ দপ্তরে বিক্ষোভে শামিল হলেন ছাত্র-ছাত্রীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তারা স্কলারশিপের অর্থের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন, কিন্তু বারবার দপ্তরে গিয়েও হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। দপ্তরের তরফে প্রতিবারই জানানো হচ্ছে, বর্তমানে ফান্ড নেই। ফলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন খেমচন্দ সিং

ইম্ফল,৪ ফেব্রুয়ারি ।। রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসানের একদিন পর বুধবার মণিপুরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন যুমনাম খেমচন্দ সিং। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর লোক ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে নাগা ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের দুই জন প্রতিনিধি উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও শপথ নেন।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা আগেই মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার করা হয় বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। উল্লেখ্য, গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল।

মণিপুরের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করায় যুমনাম খেমচন্দ সিংকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় নেমচা কিপজেন এবং লোসি দিখোকেও শুভেচ্ছা জানান তিনি। সাথে তিনি মণিপুর সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় কন্থৌজাম গোবিন্দাস সিং এবং খুরাইজাম লোকেন সিংকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে নাগা পিপলস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে ১৫ দিনে ৮০৭ জন নিখোঁজ উদ্বেগ, রিপোর্ট তলব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি ।। জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে নিখোঁজের ঘটনার সংখ্যা বাড়তে থাকায় দিল্লি পুলিশের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মন্ত্রক।

দিল্লি পুলিশের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে মোট ৮০৭ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫৪টি নিখোঁজের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে নারী ও কিশোরী ছিলেন ৫০৯ জন এবং পুরুষ ছিলেন ২৯৮ জন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেছে। বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এই সময়কালে শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে সংখ্যার বিচারে প্রাপ্তবয়স্করাই নিখোঁজদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনদিন ধরে নিখোঁজ বধূ এসপি'র দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। তিনদিন ধরে নিখোঁজ এক গৃহবধূর সন্ধান না পেয়ে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন তাঁর পরিবার। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম মনমালা ত্রিপুরা। ঘটনাটি ঘটেছে ১ ফেব্রুয়ারি, মনুবাজার থানাধীন পোয়াংবাড়ি ব্লকের নাথুরাম পাড়া এলাকায়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় সাত বছর আগে ঋষ্যমুখ ব্লকের কৈলাশনগর এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা মনমালা ত্রিপুরার সঙ্গে নাথুরাম পাড়ার বাসিন্দা গোপেশ ত্রিপুরার বিয়ে হয়। দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলছিল বলে দাবি পরিবারের। তাঁদের সাড়ে পাঁচ বছরের একটি কন্যা ও আড়াই বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

গত ১ ফেব্রুয়ারি মনমালা ত্রিপুরা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরজুড়ে নিগমের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে শহরে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। গতকাল ভোর রাত থেকেই বটতলা থেকে শুরু করে পোস্ট অফিস, হরিগঙ্গা বসাক রোড ও শকুন্তলা রোড পর্যন্ত রাস্তার পাশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ফুটপাত ও দোকান উচ্ছেদে অভিযান চালায় পুর নিগম। তবে ওই অভিযানে শহরের বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দাবি, ভেন্ডার লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও নিগমের তরফ থেকে দেকানপাট গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, নিগমের উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে মজদুর মনিটরিং সেল।

আজকের অভিযানের মাধ্যমে শহরের বেআইনিভাবে দখল করা জায়গা পরিষ্কার করা হয়। নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শহরকে যানজটমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে এই অভিযান ধারাবাহিকভাবে চলবে। এ বিষয়ে মেয়র জানান, আগরতলা শহরকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ও পরিচ্ছন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নৈতিকতার শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তুলতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের লব্ধ শিক্ষা সমাজের ও দেশের কল্যাণে উজার করে দিতে হবে। তবেই আজকের ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। ফটিকরায় বিধানসভা এলাকায় আজ পিএম-শ্রী হাজিবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করে কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী আজ ফটিকরায় বিধানসভা এলাকায় পি.এম.-শ্রী হাজিবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন পাকা ভবনের উদ্বোধন ছাড়াও মনু নদীর উপর ১২ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সায়দারপাড় থেকে কুমারঘাটের সারদাপল্লির মধ্যে নতুন সেতুর শিলান্যাস ও ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে ষষ্ঠ মিলন মেলা-২০২৬ এরও উদ্বোধন করেন। সবগুলি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস, উনকোটি জিলা পরিষদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকল্প ব্যবস্থা না করে গরীবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নিগমের ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বিকল্প ব্যবস্থা না করে গরীবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে পুর নিগম। তা করা সম্পূর্ণ অনুচিত হয়েছে। আজ নিগমের উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে।

এদিন তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে অমানবিকভাবে বুলডোজার দিয়ে দোকানপাট ভেঙে দিয়েছে পুর নিগম। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উপর তাদের সংসার প্রতিপালন করেন। তাঁর দাবি, উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরা সকলেই গরিব ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য, যাঁরা দিনমজুরি ও ছোটখাটো ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি আরও বলেন, এভাবে বুলডোজার চালিয়ে ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা চরম অমানবিক। এতে তাদের রুটি-রুজি একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন মন্ত্রীর অভিযোগ, পুর নিগমের তরফে দুই দিন অন্তর অন্তর শহরের হকারদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই হকাররাই আবার ফুটপাতে ব্যবসা শুরু করছে। এতে সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তিনি নিগমের কাছে আবেদন জানান, উচ্ছেদের আগে হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসন ও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। তবেই এই সমস্যার মানবিক ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ফুলচাষে স্বনির্ভরতার পথে ত্রিপুরা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। গত সাত বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে ফুলচাষে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ফুল উৎপাদনে বিপুল বৃদ্ধি ঘটার পাশাপাশি রাজ্যের হাজার হাজার কৃষক এই চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন, লাভবান হয়েছেন ৫৯ হাজারের বেশি কৃষক। বুধবার পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুরে বিবেকানন্দ ফুল উদ্যানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, ফুল ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনাই করা যায় না। কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে ফুল লাগে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফুল লাগে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি অনুষ্ঠানে ফুলের প্রয়োজন। ত্রিপুরার মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়এই জলবায়ু ফুলচাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

তিনি বলেন, একসময় মানুষ ফুলকে শুধুই সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে দেখত। কিন্তু আজ ফুলচাষ বহু মানুষের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে। বারজালার সেন্টু ভৌমিক বছরে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা আয় করছেন, কাঞ্চনমালার প্রদীপ সরকার আয় করছেন প্রায় ১২ লক্ষ টাকা, চাঁদিবাড়ির জয়ন্ত দে, বাইখোরার ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ (যার আয় ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকা)এমন বহু কৃষক আজ ফুলচাষের মাধ্যমে সফলতার মুখ দেখছেন। মন্ত্রী জানান, ২০১৮ সালের আগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হারিয়ে যাওয়া ২৪টি মোবাইল উদ্ধার, স্বর্ণলঙ্কার সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। পশ্চিম জেলার পুলিশের তৎপরতায় হারিয়ে যাওয়া ২৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। পাশাপাশি একটি সোনার চেইন উদ্ধারের পাশাপাশি একজন অভিযুক্ত চোরকে গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। বুধবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ দেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। এদিন তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় এবং পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ।

পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, গত ছয় মাসের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম জেলার নানা এলাকা থেকে এই মোবাইল ফোনগুলি হারিয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়। সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মোট ২৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি মোবাইল ফোন সিআইআর পোর্টালের মাধ্যমে শনাক্ত ও উদ্ধার করা হয়েছে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ওই ২৪টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও পুলিশ সুপার জানান, আগরতলার চন্দ্রপুর এলাকা থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৫ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ইং
২২ মাঘ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

কর্তব্য ও মানব সভ্যতা

দায়িত্ব পালনই হইল মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। কর্তব্য পরায়ণতার উপর নির্ভর করিয়া মানুষের দায়িত্বশীলতা। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ সমাজের কাছে চির স্মরণীয় হইয়া থাকেন না। যাহারা সমাজের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করিয়া যান তাহারা সমাজের কাছে চির স্মরণীয় হইয়া থাকেন। সেই জন্য আমাদের প্রত্যেককে কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। কর্তব্যপরায়ণতার মধ্য দিয়েই নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে প্রত্যেকে সমাজের জন্য কিছু করিলে এর ফল অবশ্যই মিলিবে।

মানবজীবনের একটি প্রধান সমস্যা কর্তব্যের দ্বন্দ্ব। পরস্পরবিরোধী দুইটি কর্তব্য উপস্থিত। এখন ইহার কোন্‌টি করিতে হইবে? ইহার নিশ্চয় ও নির্দারণ করা একরীপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। 'উভয়তঃ পাশারজ্জুঃ' অনেক ক্ষেত্রেই উপনীত হয়। এই ক্ষেত্রে যে মানব বুদ্ধির স্থিরতা রক্ষা করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাকে বীর বলা হয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ স্থলে কর্তব্যের মানদণ্ড স্থির রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থিরচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন ইহার নির্দারণে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তির মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বিশেষ বিপদ্‌সঙ্কুল। কর্মরে প্রকৃত তাৎপর্য্য থাকে না। যন্ত্রের মতন কর্ম করায় মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পায়। কর্তব্যের যে স্থলে দ্বন্দ্ব সেই স্থলেই অতিমানুষ ভাব ফুটিয়া উঠে। দ্বন্দ্বের অতীত যাঁহারা হইতে পারেন তাঁহারাই মানবের পথপ্রদর্শক। সাধারণভাবে কর্তব্য সকলেই করে। যে স্থলে 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুম্ভীর' এই অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়, সে অবস্থায় মানুষ স্বাধীন না হইলে প্রকৃতরূপে কার্য্য করিতে পারে না। কোনও দিকের ভাবে অভিভূত হইলেই কার্য্য পণ্ড হয়; অন্তত চিত্তের শুদ্ধি হয় না। সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তি এইরূপ কর্তব্যের বিপদে আত্মহারা হইয়া পড়ে। আত্মহারা হইলেই বুদ্ধির লোপ পায়। কার্য্যের ফল যে প্রকৃত শান্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। তেজস্বী মনস্বী ব্যক্তিগণই এরূপ ক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে আপনার আত্মভাব প্রকট করিতে সমর্থ হয়। দুর্বল অকর্মণ্য জীব ভাবের অধীনতায় অধীর হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়; কিন্তু সবল ব্যক্তি মানসিক বলে বলীয়ান্; তাহার তেজ অদম্য। সে স্থির, সে কোনও একটি পছন্দ করিয়া বুদ্ধি ও শ্রদ্ধার সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করে। নিজের অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়। কর্মরে প্রকৃত ফল চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। স্বাধীন ব্যক্তিই এস্থলে প্রকৃত কর্মাধিকারী। ন্যায় শাস্ত্রে যে 'উভয়তঃ পাশারজ্জুঃ' ন্যায়ের উদ্ভব হয়, কর্মক্ষেত্রেও তাহার উদ্ভব হয়। মানুষ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যেই এক্ষেত্রে নির্ণয় করিতে অগ্রসর হয়। যুক্তিশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র সে স্থলে প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না। আমরা ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি দিয়া সে স্থলে কর্তব্য নির্দর্শে করিতে পারি না। কারণ যুক্তিবলে কর্তব্য বুঝিলেও তাহা প্রাণের জিনিস হয় না। যাহাতে প্রাণ থাকে না সে কর্মদ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। কর্মচারী নিরীহ প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিতেছেসে আদেশ সেনাপতির।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে শুরু করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব হইতে যতদিন পর্যন্ত আমরা উত্তরণ না পাইব ততদিন সমাজব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকিবে। সময় ও যোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়া এই বিষয়টি অনুধাবন করিবার সময় আসিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অন্য তা হইলে সভ্যতার যতই অগ্রগতি ঘটক না কেন তাহার সুফল মিলিবে না। এজন্যে আমাদেরকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। কোন কাজকেই আগামী দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিলে চলবে না। সময়ের কাজ সময়েই সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাই আমাদের ভাবনা ও তপস্যা হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে নির্বাচন : গণতন্ত্র পুনুরুদ্ধারের চেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ। তিন বছরের ব্যবধানে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হওয়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। দেশটি গত কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক উত্তেজনা, ক্ষমতার লড়াই এবং আন্তর্জাতিক সংবেদনশীলতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। এই নির্বাচনের পটভূমি, ভোটাধিকার, রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব সবকিছুই বিশ্লেষণযোগ্য। ২০২৪ সালের আগস্টে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছিল এবং অন্তর্বর্তী সরকার মসনদে বসেছিল।

বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে এসেছে। ২০২৪ সালের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অহিংস এবং কখনও কখনও সহিংস বিক্ষোভের ফলে বর্তমান সরকার পতিত হয়। সেই সময়ে অনেক পর্যায়ের বিরোধ, কেন্দ্রীয় দলগুলোর মধ্যে দফায়-দফায় সংঘাত এবং প্রশাসনিক চাপে বড় পরিবর্তনগুলো ঘটেছে। এর পরবর্তীতে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস। তিনি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। এই সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং একটি নতুন সংবিধান-ভিত্তিক গণভোট আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যাতে একটি স্থায়ী, গণতান্ত্রিক সরকার এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে। এই সময়ে একই দিনে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হবে, যা "জুলাই সনদ" নামে পরিচিত সংবিধান ও প্রতিষ্ঠান সংশোধনী নিয়ে হবে। বাংলাদেশে ৩০০টি সংসদীয় আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২৭,৬৯৫,১৮৩ ভোটার এই নির্বাচনে ভোটের অধিকার লাভ করেছে, যা ২০২৬ সালের সবচেয়ে বড় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের নাগরিকরা যেমন দেশীয় এবং জীবিত প্রবাসীরা যারা অনলাইনে নিবন্ধন করেছেন, তাঁরা পোস্টাল

ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবেন। প্রার্থীরা সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ডিসেম্বর ২০২৫ এর শেষের দিকে এবং অনেকে তারপরে প্রতারণামূলক দলগুলো নিজেদের দাবি তুলেছে। দেশের সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী লীগ, যা দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল এবং শেখ হাসিনা বহু বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে নিষিদ্ধ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশন। এর ফলে দলের ক্ষমতার বাইরে অবস্থান এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি সীমাবদ্ধ হয়েছে। শেখ হাসিনা নিজে ভারতে নির্বাসিত অবস্থায় থেকে এই নির্বাচনকে অবৈধ ও অসত্য নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে আওয়ামী লীগ সক্রিয়ভাবে এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারছে না এবং দলের অনেক নেতা ও কর্মী বর্তমানে বিদেশে বা কারাগারে আছেন, যা নির্বাচনকে আরও বিভাজিত করেছে।

এই নির্বাচনের একটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল(বিএনপি), যা সাধারণত আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে থাকে। ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে দেশটির প্রায় ৭০% ভোটার বিএনপি পক্ষপাতী, যখন জামায়াত-এ-ইসলামী এবং অন্যান্য দলের সাপোর্ট অপেক্ষাকৃত কম। জামায়াত-এ-ইসলামী দলটি ২০০০ এর পর অনেকবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। সরকারের পতনের পর এই দলটি নতুনভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে চাইছে এবং তারা কিছু আসনে শক্তিশালী প্রার্থী দেখাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে, বিশেষ করে ধর্মীয় রাজনৈতিক ইস্যুতে। কিন্তু এটি নিয়ে সমালোচনা ও উদ্বেগও প্রবল, বিশেষত মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ককে কেন্দ্র করে।

একটি বেসরকারি জরিপে দেখা গেছে প্রায় ৪৮.৫% ভোটার এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি যে তারা কোন দলকে ভোট দেবেন, যা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর গত কয়েক মাসে হিংসা-সম্পর্কিত ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভোটারের নিরাপত্তা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতি ভোটারদের মধ্যেও ভয়, বিভাজন এবং ফোবিয়া সৃষ্টি করছে, বিশেষত সংখ্যালঘু এবং অসামাজিক সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মাঝে, যারা নিরাপদ ও নিরপেক্ষ ভোটাধিকারের আশা করেন।

বাংলাদেশ পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা মনে করেন নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং এই জন্য নিরাপত্তা-অভিযান জোরদার করা হয়েছে। এতে স্বচ্ছতা ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের জন্য বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব, উত্তেজনা এবং সামাজিক উদ্বেগের কারণে এই কাজ সহজ নয়।

বাংলাদেশে নির্বাচন শুধুই অভ্যন্তরীণ ইস্যু নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে ভারত, পাকিস্তান এবং চীন এই নির্বাচনে প্রত্যেকেরই কৌশলগত আগ্রহ রয়েছে। ভারত বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং রাজনৈতিক সহযোগী। ভারত বার্তা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ প্রচুর সহযোগিতা চালিয়ে আসছে। কিন্তু যদি ধর্মীয় বা অন্য কোন শক্তি দায়িত্বে আসে, তাহলে ভারতের জন্য তা নিরাপত্তা-চিন্তার বিষয় হতে পারে।

চীন বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও পরিকাঠামোগত প্রকল্পে আগ্রহী, এবং তাদের কৌশলগত অগ্রাধিকার বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমর্থন ও স্বাধীন নীতি বজায় রাখা। পাকিস্তানও একটি ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সংযোগ অনুভব করে, বিশেষত জামায়াত-এ-ইসলামী মত ধর্মীয় দলগুলোর পুনরুজ্জীবনে। এই সব আন্তর্জাতিক উদ্দীপনা এবং শক্তির প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং নির্বাচনকে আরও জটিল করে তুলেছে।

এই নির্বাচনের সাথে একটি গণভোটও অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার নাম "জুলাই সনদ"। এটি সংবিধান ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মৌলিক পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে ভোটগ্রহণ হবে। এই গণভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব, স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার সমন্বয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, যা স্বাধীন বিচার, নির্বাহী শক্তি ও নির্বাচনী পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকে দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী করে তুলতে পারে, যদি তা স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জনগণের সম্মতিক্রমে হয়।

নির্বাচন ২০২৬ পরবর্তী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নূতন নেতৃত্ব, নীতি ও রাজনৈতিক সংস্কার আশা করা হচ্ছে। বিএনপি ও জামায়াত-এ-ইসলামী সম্মিলিতভাবে ক্ষমতায় আসলে রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হতে পারে এবং বিপুল সংস্কার হতে পারে। ভোটারদের মধ্যে একটি বড় অংশ আশা করেন নির্দলীয়, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের মধ্যে ধর্মীয় সহিংসতা, নিরাপত্তা সংকট এবং রাজনৈতিক বাধার কারণে উদ্বেগ আছে, যা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

বাংলাদেশের ফেব্রুয়ারি ১২ অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন একটি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। এটি শুধু একটি সরকার গঠনের ভোট নয়, বরং একটি জাতির গণতান্ত্রিক পুনঃসংগঠন, সংবিধান সংশোধন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের প্রতীক। এই নির্বাচনের ফলাফল বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো, জনগণের মনোভাব, নিরাপত্তা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক আগ্রহ এবং নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি, সব মিলিয়ে এই নির্বাচন একটি বৃহৎ, জটিল এবং সময়োপযোগী রাজনৈতিক ইভেন্ট হিসেবে পরিগণিত হবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭: ভারতের বস্ত্র উৎপাদন শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করা

নয়াদিল্লি, ফেব্রুয়ারি ৪ : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ -এ কর্মসংস্থান, রপ্তানি, গ্রামীণ জীবিকা এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের ওপর জোর দিয়ে বস্ত্র শিল্পকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।মেগা টেক্সটাইল পার্ক তৈরির মাধ্যমে উৎপাদনের পরিধি বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ এবং কৃত্রিম তন্তু ও টেকনিক্যাল টেক্সটাইল শিল্পে বিশেষ সহায়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।বিশ্বের বস্ত্র উৎপাদন শৃঙ্খলে ভারতের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে সরকারি নীতিতে বড় মাপের উৎপাদন, স্থায়িত্ব এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭-এ বিশেষ গুরুত্ব পেল বস্ত্র শিল্প ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে বস্ত্র শিল্পকে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এই শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রটির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত তুলা, পাট ও রেশম উৎপাদনে ভারতের বৈশ্বিক আধিপত্য এবং কৃত্রিম তন্তু ও পলিয়েস্টারের ক্ষেত্রে ভারতের শক্তিশালী অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা আরও আধুনিক ও বৃহৎ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বিকাশের বুনন: বাজেট ২০২৬-২৭ কীভাবে ভারতের বস্ত্র শিল্পকে উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে গেছে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে তন্তু থেকে ফ্যাশন এবং গ্রামীণ শিল্প থেকে বিশ্ববাজার পর্যন্ত - বস্ত্র শিল্পের প্রতিটি ধাপকে শক্তিশালী করতে একটি সমন্বিত নীতি ঘোষণা করা হয়েছে।

বস্ত্র শিল্পের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি : এটি এমন একটি বিশেষ প্রকল্প যেখানে বস্ত্র উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়কে একই ছাতার তলায় এনে আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল ফাইবার স্কিম : এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, রেশম, পশম ও পাটের মতো প্রাকৃতিক তন্তুর পাশাপাশি, কৃত্রিম ও আধুনিক তন্তু উৎপাদনে ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলা। দেশের ভেতরে তন্তুর জোগান বাড়িয়ে এবং উন্নতমানের টেক্সটাইল প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো এবং তুলা ছাড়াও অন্যান্য বিশেষায়িত ও উচ্চমানের বস্ত্র উৎপাদনে ভারতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

বস্ত্রশিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থান প্রকল্প :

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, চিরাচরিত টেক্সটাইল ক্লাস্টার বা শিল্পকেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ। এর মাধ্যমে নতুন যন্ত্রপাতি কেনা, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং মান যাচাই ও শংসাপত্র প্রদানের জন্য সাধারণ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগটি উৎপাদনশীলতা এবং পণ্যের গুণমান বাড়িয়ে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতীয় তাঁত ও হস্তশিল্প কর্মসূচি :

এই প্রকল্পের আওতায় তাঁত ও হস্তশিল্পের বর্তমান কর্মসূচিকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় কাঠামোর অধীনে এনে আরও শক্তিশালী করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হল, তাঁতি ও কারিগরদের সরাসরি সহায়তা প্রদান, তাঁদের আয় বৃদ্ধি, বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং ভারতের সমৃদ্ধ বস্ত্র ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। এছাড়া, "মেগা ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট" এবং বিশেষ পরিকাঠামো প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও ভেষজ রঙের ব্যবহার এবং আধুনিক ডাইং হাউস তৈরির জন্য সরকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করছে।

টেক্স-ইকো উদ্যোগ :

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, বিশ্বমানের প্রতিযোগিতামূলক এবং পরিবেশবান্ধব বস্ত্র ও পোশাক উৎপাদন নিশ্চিত করা। এটি দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করে এবং বিশ্বের ক্রমবর্ধমান "হরিৎ বাজার" বা গ্রীন মার্কেটে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ সহজতর করে।

সমর্থ ২.০ :

এটি একটি উন্নতমানের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, যার লক্ষ্য হল, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে গভীর সমন্বয়ের মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলা। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, বস্ত্র উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে শিল্পের চাহিদানুযায়ী দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী তৈরি করা।

মেগা টেক্সটাইল পার্ক এবং টেকনিক্যাল টেক্সটাইল:

সরকার "চ্যালেঞ্জ মোড"-এর ভিত্তিতে মেগা টেক্সটাইল পার্ক স্থাপনের ঘোষণা করেছে, যার লক্ষ্য হলো সমন্বিত পরিকাঠামো প্রদান, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বস্ত্র শিল্পের প্রতিটি ধাপে মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই পার্কগুলি "টেকনিক্যাল টেক্সটাইল" বা প্রযুক্তিগত বস্ত্র শিল্পের প্রসারেও সহায়ক হবে, যা শিল্প, চিকিৎসা, প্রতিরক্ষা এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র।

মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজ উদ্যোগ :

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল, খাদি, তাঁত এবং হস্তশিল্প ক্ষেত্রকে আরও

শক্তিশালী করা। এর মাধ্যমে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, ব্র্যান্ডিং, সুসংহত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণমান উন্নয়ন এবং উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকীকরণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পটি মূলত তাঁতি, গ্রামোদ্যোগ এবং গ্রামীণ যুবকদের স্বনির্ভর করতে এবং "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচিকে সফল করতে সাহায্য করবে।

বস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ:

বস্ত্র এবং এই সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলির রপ্তানিতে জোয়ার আনতে বাজেটে "রপ্তানির বাধ্যবাধকতা পালনের সময়সীমা" ছয় মাস থেকে বাড়িয়ে ১২ মাস করার ঘোষণা করা হয়েছে। এই সুবিধা পাবেন সেই সমস্ত রপ্তানিকারকরা যারা শুল্কমুক্ত আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে বস্ত্র, চামড়ার পোশাক, চামড়া বা সিন্থেটিক জুতো এবং অন্যান্য চামড়ার পণ্য তৈরি করেন। এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল, রপ্তানিকারকদের ব্যবসায়িক নমনীয়তা বৃদ্ধি করা, নিয়ম পালনের চাপ কমানো এবং কার্যকরী মূলধন ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করে তোলা।

TReDS-এর মাধ্যমে বস্ত্র শিল্পের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের জন্য নগদ অর্থ সহায়তার ব্যবস্থাবস্ত্র শিল্পের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলির নগদ টাকার জোগান বাড়াতে সরকার TReDS ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর অধীনে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির জন্য ক্ষুদ্র শিল্প থেকে পণ্য কেনাকাটায় ট্রেডস ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ইনভয়েস ডিসকাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে সিজিটিএমএসই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রেডিট গ্যারান্টি বা ঋণের নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, সরকারি পোর্টাল ওত্রঞ্চকে ট্রেডসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে যাতে দ্রুত ও কম খরচে অর্থ পাওয়া যায় এবং এই বকেয়া পাওনাকে "অ্যাসেট-ব্যাকড সিকিউরিটি" হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যাতে বাজারে অর্থের প্রবাহ আরও বাড়ে।

SME গ্রোথ ফান্ড এবং চ্যাম্পিয়ন SMEs

ভবিষ্যতের 'চ্যাম্পিয়ন এসএমই' তৈরি করার লক্ষ্যে ১০,০০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ "এসএমই গ্রোথ ফান্ড" চালু করা হয়েছে। এই তহবিলটি নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

ভারতের প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি এবং কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করছে বস্ত্র শিল্প আনুমানিক ১৭৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় বস্ত্র ও পোশাক শিল্প দেশের জিডিপি-তে প্রায় ২ শতাংশ এবং উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্যে ১১ শতাংশ অবদান রেখে অর্থনীতির এক মজবুত স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিকূল বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২৫ অর্থবর্ষে ভারতের এই খাতের রপ্তানি বেড়ে ৩৭.৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যার ফলে ভারত বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম রপ্তানিকারক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে হস্তশিল্প এবং তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এই অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। কৃষি খাতের পর এটিই ভারতের বৃহত্তম কর্মসংস্থান ক্ষেত্র, যা বর্তমানে ৪.৫ কোটিরও বেশি মানুষকে (বিশেষত নারী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে) সরাসরি জীবিকা প্রদান করছে। ২০২৫ সালে ভারত শুধু ইউরোপীয় বাজারেই নয় বরং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, জাপান ও পোল্যান্ডের মতো নতুন বাজারগুলোতেও নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের বস্ত্র শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণসমূহ

ভারত গত কয়েক বছরে সাশ্রয়ী পোশাক থেকে শুরু করে উচ্চমানের ফ্যাশন পণ্য - সব ধরনের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এই প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সরকার পিএম মিত্র প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে ৪,৪৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি মেগা টেক্সটাইল পার্ক স্থাপনের কাজ চলছে, যার জন্য ইতিমধ্যেই ২৭,৪৩৪ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রতিটি পার্কে গড়ে ১০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ এবং মোট ৩ লক্ষ (১ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও ২ লক্ষ পরোক্ষ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য সরকারগুলি ইতিমধ্যে ২,৫৯০.৯৯ কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এছাড়াও বস্ত্রশিল্পের জন্য উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহমূলকপ্রকল্প বা পিএলআই স্কিম, তুলাক্ষেত্রে সংস্কার, স্থায়িত্ব এবং বৃত্তাকার অর্থনীতি প্রচারের উদ্যোগ, শ্রমসংস্কার, জিএসটি - এই বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপগুলি বস্ত্র শিল্পের মান উন্নয়ন করেছে।

বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সরকার সমন্বিত টেক্সটাইল পার্ক, কৃত্রিম তন্তু এবং আধুনিক প্রযুক্তির ওপর জোর দিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে রপ্তানি ৩ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯ লক্ষ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। বিশেষ করে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আমদানিশুল্ক কমিয়ে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় পোশাক ও হস্তশিল্পের ব্যাপক প্রসারে সাহায্য করবে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট মূলত কর্মসংস্থান ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বের এক শক্তিশালী টেক্সটাইল হাবে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করেছে।

উপসংহার

ভারতের বস্ত্র শিল্প বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যার মূলে রয়েছে মজবুত উৎপাদন ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান রপ্তানি এবং সরকারের ধারাবাহিক সমর্থন। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট তন্তু উৎপাদন ও নির্মাণ থেকে শুরু করে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থায়িত্ব এবং বিশ্ববাজারের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে এই শিল্পের প্রতিটি ধাপকে আরও শক্তিশালী করেছে। বাণিজ্যের প্রসার, উন্নত প্রযুক্তি এবং গুণমান বৃদ্ধির এই সম্মিলিত প্রয়াস ভারতকে বিশ্ববাজারে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি, দেশজুড়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানুষের জীবিকা নির্বাহে বড় ভূমিকা রাখবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

2nd &4th page Jagaran (3).pmd 1 05-02-2026, 00:43

বুধবার আগরতলায় স্টেট ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

শিল্প বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণে শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে কর্মশালা

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬: ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট বা এক জেলা এক পন্য এই উদ্যোগে সামিল ত্রিপুরার আট জেলাই। শুধু সামিল বললেই হবে না বলা চলে ত্রিপুরা এক জেলা এক পন্য উদ্যোগে বেশ সফলতাও পাচ্ছে। ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান প্রোডাক্ট বা এক জেলা এক পন্য উদ্যোগ হলো ভারতের সরকারের এমন এক কর্মসূচী যা দেশের প্রতিটি জেলার উৎপাদিত অন্তত একটি অনন্য, দেশীয় পণ্যকে চিহ্নিতকরে তার , ব্র্যান্ডিং এবং প্রচারের ভিত্তিতে বিক্রি করার ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমন্বিত আঞ্চলিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ''আত্মনির্ভর ভারত'' এবং ''ভোকাল ফর লোকাল'' প্রচারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক কর্মসূচী।

আজ আগরতলার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে কেন্দ্রীয় বানিজ্য মন্ত্রকের অধীন ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশান অব ইন্ডাস্ট্রি এন্ড ইন্টারনাল ট্রেড বা ডিপিআই আই টির উদ্যোগে এবং পিআইবি-র সহযোগিতায় শিল্পদ্যোগীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এক কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মতবিনিময়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পদ্যোগীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির ভাষনে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার বলেন, ত্রিপুরার আট জেলার পন্যেরই দেশজুড়ে চাহিদা রয়েছে। চাহিদা বাড়ছেও। শুধু দেশের আভ্যন্তরে নয়, বিদেশেও ত্রিপুরার আনারস, মাতাবাড়ির পেঁড়া, বাঁশ বেতের উৎপাদিত শিল্প সামগ্রী, আগর চাষ প্রভৃতির চাহিদা রয়েছে। তিনি এসব পন্যের বিক্রি বাড়াতে ও তাকে আরও আকর্শনীয় করে

তুলতে প্যাকেটিং, মার্কেটিংএর সমস্যা বিষয়ে অবগত হন ও ত্রিপুরার আট জেলার শিল্পদ্যোগীদের তাদের সমস্যা নিরসনে আট জেলাতেই শিল্প দপ্তরের ডিআইসি গুলোতে, পন্যের ক্যাটালগ তৈরি, তার প্যাকেটিং, মার্কেটিং ইত্যাদির জন্য একটি পৃথক শাখা খোলা হবে বলে আশ্বাস দেন। আগরতলায় একতা মল বা ইউনিটি মল গড়ে তোলার কাজ চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই মল তৈরি হলে এখানেও ত্রিপুরার এক জেলা এক পন্যের উদ্যোগীরা তাদের পন্য বিক্রির ষ্টল খুলতে পারবেন।

সভায় কেন্দ্রীয় বানিজ্য মন্ত্রকের ওডিওপি বিভাগের দায়িত্বে থাকা আধিকারীক দীপাঙ্গনা সিং বলেন শুধু ওডিওপি-র সঙ্গে যুক্তরাই নন লাখপতি দিদি, এস এইচ জি দিদিরাও দেশের বিভিন্ন অংশে আয়োজিত বিভিন্ন শিল্প বানিজ্য মেলা, সরস মেলা এস এইচ জি মেলায় তাদের পন্য নিয়ে অংশ নিতে পারেন, এর জন্য প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বানিজ্য মন্ত্রের ওডিওপি বিভাগেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন বলে তাদের পরামর্শ দেন। মন্ত্রকের অন্য এক আধিকারীক ইশদীপ সিং বলেন এক জেলা এক পন্যকে উৎসাহ যোগাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পিআই বি- সঙ্গে যৌথ ভাবে এ ধরনের কর্মশালা বা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে গোমতী জেলা থেকে আগরত ওডিওপি উদ্যোগের শিল্পদ্যোগী মাতাবাড়ি পেঁড়া ব্যবসায়ী জয়ন্ত দত্ত বলেন, কোরনা কাল থেকে মাতাবাড়ির পেঁড়ার অনলাইন বিক্রি শুরু হয়েছে। এখন মাতাবাড়ির পেঁড়ার জিআই ট্যাগ হওয়ায় বিশ্বব্যপী চাহিদা তৈরি হয়েছে। সারা দেশের সব রাজ্যেও পেঁড়ার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। যেহেতু এটি একটি ডেয়ারী বস্তু তাই সব ধরনের গুনমান বজায় রেখে পেঁড়া তৈরি করা হয়। এর কাঁচামালের যোগান কম হওয়ায় দুধ উতপাদককারীদের আরও উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে মাতাবাড়ির পেঁড়ার অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে বিক্রির উদ্যউদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। সিপাহীজলা জেলার বাঁশ বেত শিল্পী তপন দাস বলেন তার জেলার উৎপাদিত বাশ বেতের বিভিন্ন সামগ্রীর বাজার রয়েছে সারা দেশে। বিদেশেও কদর রয়েছে। কিন্তু বাঁশ বেতের এসব সামগ্রী ওন লাইনে বিক্রির মতো প্যাকেটিং পদ্ধতি তেমন না, থাকায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন।আগর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রবীন্দ্র চন্দ্র দাস, ত্রিপুরায় আগর শিল্পের জন্য আরও ভালো পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেন। আগরতলায় একটি আগর কারখানা গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন তিনি। কৃষির সঙ্গে যুক্ত উদ্যেগী শম্ভু দেবনাথ জানান, ত্রিপুরার সুগন্ধি চাল কালীখাসার ভালো বাজার রয়েছে জাপানেও। বাঁশের অলঙ্কার তৈরি ও বিক্রি করে সিপাহীজলার রূপালী সরকার জানান তিনি এই উদ্যোগের মাধ্যম আজ তিনি আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী। শিল্পদ্যোগী লব চক্রবর্তী জানান, চীন ভিয়েতনাম থেকে আমদানী করা বাঁশ বেতের বহু পন্যের বাজার ত্রিপুরার পন্যের জোরালো প্রবেশ হয়েছে। এখানে এক জেলা এক পন্যের উৎপাদিত বহু সামগ্রীর প্রদর্শনী ষ্টল খোলা হয়।

গবেষণা, উদ্ভাবন ও দক্ষতা বিকাশে উত্তর-পূর্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাস্টার

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬: গবেষণা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্লাস্টার (এন.ই.এস.টি) প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কাউন্সিলের প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নের জন্য ২০২৫ সালের ৪ জুলাই ২২.৯৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে আই.আই.টি গুয়াহাটি।

উদীয়মান প্রযুক্তি, আঞ্চলিক চাহিদা এবং ভবিষ্যতের বৃদ্ধির সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত চারটি থিম্যাটিক ভার্টিকালের মাধ্যমে কাজ করার জন্য প্রকল্পটি ডিজাইন করা হয়েছে।তৃণমূল স্তরে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির কেন্দ্র,সেমিকন্ডাক্টর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রযুক্তি কেন্দ্র,বাঁশ-ভিত্তিক প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র, শিল্পোদ্যোগের প্রচার ও দক্ষতা বিকাশ; এবংজৈব অবক্ষয়যোগ্য ও পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিকের উপর দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্ভাবনী কেন্দ্র।এন.ই.এস.টি (নেস্ট) ক্লাস্টারের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃউত্তর পূর্বাঞ্চলের যুব সমাজকে ক্ষমতায়িত করা, বিশেষ করে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, মহিলা এবং দিব্যাঙ্গজনদের স্বনির্ভর করে তোলা, স্বনিয়োজিত উদ্যোগ উদ্যোক্তাকে পেশার একটি বিকল্প হিসেবে উৎসাহিত করা।বাণিজ্যিকীকরণে বিদ্যমান অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উদ্যোক্তা সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে নতুন উদ্যোগের প্রচার করা।প্রশিক্ষণ-সহ-উদ্যোগ বাস্তুতন্ত্র পরিচালনার জন্য পরিকাঠামো সৃষ্টি ও শক্তিশালীকরণ এবং সহায়তার জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনী সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে হাব এবং স্পোক মডেলের মাধ্যমে যুবসমাজ ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশিক্ষণের জন্য সহায়তা প্রদান করা।দক্ষ পণ্য ও প্রক্রিয়াকরণ বাণিজ্যিকীকরণের জন্য শিল্প ৪.০ পদ্ধতির ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিদ্যমান তৃণমূল অনুশীলনগুলিকে শক্তিশালী করা।প্রকল্পের মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছেঃপ্রযুক্তি সৃষ্টি এবং স্টার্ট-আপগুলির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;ইনকিউবেশন এবং টিঙ্কারিং ল্যাবরেটরি স্থাপন;প্রযুক্তি হস্তান্তর, বাণিজ্যিকীকরণ এবং পণ্য বিপণন সহায়তা, এবং;গবেষণা, উদ্ভাবন এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য সক্ষম পরিকাঠামো বিকাশ।নেস্ট ক্লাস্টার মূলত শিক্ষা, শিল্প, গবেষণা এবং সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি হাব এবং স্পোক মডেল হিসাবে কাজ করে। গ্রামীণ যুব ও মহিলাদের দক্ষতা বিকাশ এবং উদ্যোক্তা বিকাশে সহায়তা করা হয়। বর্তমানে স্পোক হিসাবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ নর্থ ইস্ট ক্যান অ্যান্ড ব্যাম্বু ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল - অসম, নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি- অরুণাচল প্রদেশ, আগরতলা, মেঘালয়, মণিপুর, শিলচর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিমে অবস্থিত আটটি জাতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (এন.আই.টি) পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-শিলং, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি- গুয়াহাটি, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়-অসম, কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, নর্থ ইস্ট ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি- জোরহাট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি- সেনাপতি, মণিপুর, এবং সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কোকরাঝাড়।আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বাল্য-বিবাহ মুক্ত ভারত নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পৌঁছল ৬ কোটিরও বেশি নাগরিকের কাছে

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি, ভারতকে বাল্য-বিবাহ মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর ‘বাল্য-বিবাহ মুক্ত ভারত’ শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের সূচনা করেন। এর আওতায় বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে ‘সামগ্রিক সরকার’ ও ‘সামগ্রিক সমাজ’ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিশুকন্যা ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, দক্ষতা অর্জন ও উদ্যোগ গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হল, বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তোলা, এই সংক্রান্ত উদ্যোগে অভিভাবক, পরিবার ও সম্প্রদায়গুলির যোগদান বাড়ানো, বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিকদের ভূমিকা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাল্য-বিবাহের ঘটনা দ্রুত জনসমক্ষে আনায় উৎসাহ দেওয়া এবং বয়ঃসন্ধিক্ষণের স্কুলছুট কিশোরীদের চিহ্নিত করে তাদের শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা।এই প্রচারাভিযানের সাফল্য উদযাপন এবং এই প্রয়াসকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ১০০ দিনের এক বিশেষ প্রচারাভিযানের সূচনা হয়েছে। এর আওতায় সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়ের মেধা ও পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে পৌঁছনো হচ্ছে। এর পাশাপাশি, বাল বিবাহ মুক্ত ভারত পোর্টালে বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিকদের তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই প্রচারাভিযানের দুটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে ২৭ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং মন্দির, মসজিদ, কেটারার, টেন্ট হাউজ, ডিজে সহ বিভিন্ন বিবাহ সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাল্য-বিবাহের কুফল সম্পর্কে তাদের সচেতন করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলিকে তাদের শাসনাধীন এলাকা বাল্য-বিবাহ মুক্ত করে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে বলা হয়।

বাল্য-বিবাহ রোধের লক্ষ্যে ‘বাল বিবাহ মুক্ত ভারত’ শীর্ষক একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে (https://stopchildmarriage.wcd.gov.in)। এখানে বাল্য-বিবাহের ঘটনার উল্লেখ, এ সংক্রান্ত তথ্য এবং শপথ নথিবদ্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। নাগরিক, প্রতিষ্ঠান এবং জনপ্রতিনিধিরা এই পোর্টাল অথবা ঞ্চওদ্রম্ভ পোর্টালে বাল্য-বিবাহ মুক্ত ভারত গড়ার অঙ্গীকার নিতে পারেন। এ পর্যন্ত এই সচেতনতা কর্মসূচি ৬ কোটিরও বেশি নাগরিকের কাছে পৌঁছেছে। পোর্টালে নথিবদ্ধ হয়েছে ২৮ লক্ষেরও বেশি অঙ্গীকার।

প্রচারাভিযানে শিশু-বিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০০৬ আরও কড়াভাবে কার্য্যকর করার লক্ষ্যে বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক, শিশু সুরক্ষা কমিটি, আশা কর্মী প্রমুখদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ‘বাল বিবাহ মুক্ত ভারত’ পোর্টালে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬০, ৭০০-এরও বেশি বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিকের নাম ও যোগাযোগের তথ্য দেওয়া রয়েছে যাতে নাগরিকরা অতি দ্রুত ও সহজে বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও প্রচার চালানো হচ্ছে। ‘মিশন শক্তি’র আওতায় কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ অভিযান চালাচ্ছে। এখানেও লিঙ্গসাম্য ও বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। শিশু অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন এবং জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এই প্রচারে সামিল হয়েছে। ১৫১০০ হেল্পলাইনে বিনামূল্যে এ সংক্রান্ত আইনি পরামর্শ পাওয়া যাচ্ছে।ভারত সরকার একটি শিশু হেল্পলাইন চালু করেছে। এর নম্বর হল --- ১০৯৮। যে কোনো শিশু বিপদে পড়লে এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে। এর সঙ্গে পুলিশ, -বিবাহ প্রতিরোধ আধিকারিক, জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট প্রভৃতিরও সংযোগ রয়েছে। এর পাশাপাশি, ১৮১ মহিলা হেল্পলাইনও চালু রয়েছে।রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী এই তথ্য জানিয়েছেন।

মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০'র মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত সুবিধা বাড়াতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

নয়াদিল্লি, ০৪ ফেরুয়ারি, মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০'র আওতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পানীয় জল ও শৌচাগারের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে বরাদ্দ তহবিলের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৭ হাজার টাকা এবং ১২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৬ হাজার টাকা করা হয়েছে।

সে হ্ সে ঙ্গ , এমজিএনআরইজিএস-এর সঙ্গে মিলিতভাবে পাঁচ বছর সময়সীমার মধ্যে ৫০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অর্থাৎ বছরে ১০ হাজারটি কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমজিএনআরইজিএস দেবে ৮ লক্ষ টাকা এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া যাবে ২ লক্ষ টাকা।

মিশন পোষণ ২.০'র আওতায় সরকারি কার্য্যালয়গুলিতে অবস্থিত ২ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের পুষ্টিগত সহায়তার লক্ষ্যে বছরে ৪০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। ধরতী আবা জনজাতি গ্রাম উন্নত অভিযানের আওতায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে দেশজুড়ে ৮৭৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি এবং পোষণ ২.০ হ'ল, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন এই প্রকল্পগুলি কার্য্যকর করে থাকে। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী।

ত্রিপুরায় একুশটি একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের অনুমোদন, চালু হয়েছে ১২টি

নয়াদিল্লি: ৪ ফেব্রুয়ারি,২০২৬: চলতি বছরের ১জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে ৭২৩ টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ৪৯৯ টি চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরার জন্য একুশটি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চালু হয়েছে ১২টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়। আজ রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানান।তিনি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই প্রকল্প বাবদ ৪৭৮৪.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ৪, ৭১৩.২১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী উইকে আরো জানান, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যেসব একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮০ জন, সে সমস্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ৩১টি এবং অশিক্ষক কর্মীদের ২১ টি পদের অনুমোদন রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এর হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে এই সব বিদ্যালয়ে ৬,৬০৫ জন নিয়মিত শিক্ষক এবং ১,৮৩২ জন নিয়মিত অশিক্ষক কর্মী কর্মরত রয়েছেন। কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে এদের নিয়োগ করা হয়। তবে প্রয়োজনে রাজ্য সরকারগুলিকেও কর্মীদের ডেপুটেশনে পাঠানোর পাঠানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রাজ্যগুলির একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় সমিতি প্রয়োজনমতো অতিথি শিক্ষক পাঠিয়েও এইস্কুলগুলিকেসাহায্য করে। যাতে শিক্ষার কার্যক্রম কোনভাবেই ব্যাহত না হয়।সাংসদ সামিরুল ইসলামের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দুর্গাদাস উইকে এই তথ্য জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কের সামাজিক বিকাশ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের কমিশনের ৬৪ তম অধিবেশনে মানব কেন্দ্রিক উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি, নিউইয়র্কের সামাজিক বিকাশ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের কমিশনের ৬৪ তম অধিবেশনে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল করলেন নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর। "লেভারেজিং আউটকামস অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল সামিট ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফ্রম কোপেনহেগেন টু দোহা" সংক্রান্ত আলোচনা সভায় তিনি বলেন, বিকশিত ভারত ৺২০৪৭ — এর মূল কেন্দ্রে সামাজিক ন্যায়ের বিষয়টিকে রাখা হয়েছে। কোপেনহেগেন ঘোষণাপত্র মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের কথা বলেছে এবং দোহা ঘোষণাপত্রেও সেকথাই বলা হয়েছে — এই উল্লেখ করে নারী ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রশাসনিক দর্শনও 'সকলের সঙ্গে সকলের বিকাশ' মন্ত্রেই আধারিত। বিস্তৃত পরিসংখ্যান পেশ করে শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর জানান, আজ ভারতের ৮০ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায়, বিস্তৃত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় উপকৃত ৫৫ কোটি মানুষ, ব্যয় সাশ্রয়ী মূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম বিক্রয়ের ১৬ হাজার জন আরোগ্য কেন্দ্র রয়েছে ভারতে। স্থানীয় প্রশাসনে ১৪ লক্ষের বেশি নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। মহিলাদের শিক্ষা এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাতে নেওয়া হয়েছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কিংবা সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার মতো কর্মসূচি। শ্রম সংস্কারের মাধ্যমে মহিলাদের নিরাপদ কর্মস্থল এবং সমবেতন নিশ্চিত করা হচ্ছে। বন্ধকহীন ঋণের সুবাদে মহিলা উদ্যোগপতি এবং পথ বিক্রেতারা বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন। অধিবেশনের পর শ্রীমতি সাবিত্রী ঠাকুর সুইডেনের সামাজিক পরিষেবা মন্ত্রী ক্যামিল্লা ওয়াল্টারসন গ্রোনভাল —এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বুধবার আগরতলায় সিটুর ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সিপিএম নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অনন্ত তৃপ্তির খোঁজে ব্যারাকপুরের মা অন্নপূর্ণা

।। অদিতি চট্টোপাধ্যায়।।

অন্ন দিয়ে যিনি ক্ষুধা মেটান একবাক্যে তিনিই অন্নপূর্ণা। বিশ্ব সংসার অনেকসময়ই নানান সমস্যায় জেরবার হয়। মানব জীবনের তিন মৌলিক চাহিদা হল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। জীবনের এই তিন চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ দিবারাত্র সংঘর্ষ করে চলে। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মতনই হিন্দু ধর্মের ৩৩ কোটি দেবদেবী। তারই মধ্যে অন্নপূর্ণা ''অন্নের দেবী'' হিসাবে পূজিত হন। কাশির অন্নপূর্ণার কথা তো আমরা সকলেই জানি। সেরকমই পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরেও অন্নপূর্ণার মন্দির সাধারণ মানুষকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। গঙ্গার সন্নিকটে এই মন্দিরে মানুষ শান্তির খোঁজে বারবার ছুটে আসে। ঐতিহাসিক শহর ব্যারাকপুরের টিটাগর সংলগ্ন এলাকায় গঙ্গার ধারে পার্ক রোডে অবস্থিত অন্নপূর্ণা মন্দিরটি আজ ১৫০ বছর ধরে ভক্তদের প্রবল শ্রদ্ধা ভক্তি আস্থার এক মিলনস্থল হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকশ্রুতি অনুসারে রানী রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা দেবী এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটির আরও এক বিশেষত্ব হলো এটি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি। বলা যায় এটি একপ্রকার আয়তনের দিক থেকে ছোটও 'দক্ষিণেশ্বর' মন্দির।

১৮৭১ থেকে ৭২ সাল নাগাদ জগদম্বা দেবী রানী রাসমণি ঘাটে উপস্থিত হয়ে মন্দিরের নির্মাণ কাজ দেখতে আসেন। ১৮৭৫ সালের ১২ এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তির দিনে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির। মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করলে বঙ্গীয় স্থাপত্যশৈলী নবরত্ন ধারায় নির্মিত এবং মন্দিরের সোজাসুজি নাট মন্দির অবস্থিত। ছটি শিব মন্দির ও নহবত খানাও আছে। দক্ষিণেশ্বরের আদলে তৈরি মন্দিরটিতে অধিষ্ঠিত অষ্টধাতুর অন্নপূর্ণা আর শিব সিংহাসনে উপবিষ্ট। প্রতিমাসে শুক্ল অষ্টমী তিথিতে বিশেষ পূজা হয় মন্দিরে। প্রতিদিন এখানকার মা অন্নপূর্ণাকে ভোগ হিসাবে ঘি, ভাত, পোলাও, পাঁচ রকমের ভাজা, দু রকমের তরকারি, ডাল, মাছ, চাটনি, পায়েস, পাপড়, মিষ্টি, দই, পান দেওয়া হয়। এছাড়াও মা অন্নপূর্ণার বৈকালী ভোগে ফল, মিষ্টি থাকে। শীতলে থাকে গাওয়া ঘিয়ের লুচি, বেগুন ভাজা, আলুভাজা, মোহনভোগ। অন্নপূর্ণা পূজোর দিন বিশেষ ধুমধাম সহকারে মা অন্নপূর্ণা সহ পূজা, শিব আরাধনাও হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পূজা তো হতেই থাকে সারা বছরভর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মোট চারবার এসেছিলেন এই মন্দিরে। মন্দিরের নীরবতা, ধ্যানঘর, বেলগাছ, ৬ টি শিবলিঙ্গ সম দেবালয়গুলিতেই সর্বত্রই এক শান্তির পরিবেশ বিরাজ করে। মন্দিরের সেবাইত বিশ্বজিৎ বিশ্বাস জানান, 'আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ যাতে মা অন্নপূর্ণার মন্দিরের ছুটে আসেন তার জন্য সদা প্রয়াস চলছে। মন্দিরের সার্বিক উন্নয়নেও তারা সর্বদা পাখির চোখ করে রেখেছেন'। গঙ্গার পাড় ঘেরা মনোরম পরিবেশে নিত্যদিন দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসে বহু ভক্ত। কেউ বা মাকে মনের কথা জানাতে আসেন কেউ বা ভক্তি ভরে পুজো দিতে আসেন। আবার কেউ বা মায়ের ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করতে আসেন। সব মিলিয়ে গঙ্গার পাড়, মন্দিরের নীরবতা, মা অন্নপূর্ণার ভোগ প্রসাদের টানে চুম্বকের ন্যায় সাধারণ মানুষ নিত্যদিন ছুটে আসে।

সূর্য্যালোকে চালিত স্বয়ং-চার্জিং শক্তি সঞ্চয় যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা

বেঙ্গালুরু : পরিষ্কার ও টেকসই জ্বালানি ব্যবহারের পথে এক বড় অগ্রগতি ঘটালেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। সূর্য্যালোক ব্যবহার করে একই সঙ্গে শক্তি আহরণ ও সঞ্চয় করতে সক্ষম একটি অভিনব শক্তি সঞ্চয় যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে পোর্টেবল, পরিধানযোগ্য এবং বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটাতে পারে।

এই নতুন যন্ত্রটির নাম ফটো-ক্যাপাসিটার। এটি তৈরি করেছেন বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর ন্যানো অ্যান্ড সফট ম্যাটার সায়েন্সেস(সিইএনএস)-এর গবেষকরা। সিইএনএস হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর-এর অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রচলিত সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার তুলনায় এই প্রযুক্তি একেবারেই ভিন্ন, কারণ এতে শক্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য আলাদা আলাদা ইউনিটের প্রয়োজন হয় না।

সাধারণত সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সূর্য্যালোক ধরার জন্য সোলার প্যানেল এবং শক্তি জমা রাখার জন্য ব্যাটারি বা সুপারক্যাপাসিটার ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি ভোল্টেজ ও কারেন্ট নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত ইলেকট্রনিক সার্কিটও লাগে। এতে যন্ত্রের আকার বড় হয়, খরচ বাড়ে এবং শক্তির অপচয়ও ঘটে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে।

নতুন উদ্ভাবিত এই ফটো-বিচার্জেবল সুপারক্যাপাসিটার সেই সীমাবদ্ধতা দূর করেছে। এটি একই কাঠামোর মধ্যে সূর্যালোককে সরাসরি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে এবং তা সঞ্চয়ও করতে পারে।

ড. কবিতা পান্ডের তত্ত্বাবধানে তৈরি এই প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে নিকেল-কোবাল্ট অক্সাইড (NiCoO) ন্যানোওয়্যার, যা কোনো বাইন্ডার ছাড়াই নিকেল ফোমের ওপর সরাসরি গড়ে তোলা হয়েছে একটি সহজ ইন-সিটু হাইড্রোথার্মাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই ন্যানোওয়্যারগুলো একটি অত্যন্ত ছিদ্রযুক্ত ও পরিবাহী ত্রি-মাত্রিক কাঠামো তৈরি করে, যা সূর্য্যালোক দক্ষতার সঙ্গে শোষণ করতে পারে এবং একই সঙ্গে বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চয় করে। এর ফলে এই উপাদানটি একযোগে সৌরশক্তি সংগ্রাহক ও সুপারক্যাপাসিটরের ইলেকট্রোড হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

পরীক্ষার সময় দেখা গেছে, আলো পড়লে NiCoO ইলেকট্রোডের ক্যাপাসিট্যান্স প্রায় ৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৫ mA cm^2 কারেন্ট ডেনসিটিতে এর ক্যাপাসিট্যান্স ৫৭০ থেকে বেড়ে ৮৮০ mF cm^2 হয়েছে। এছাড়া এই ইলেকট্রোডটি দীর্ঘস্থায়ীতার দিক থেকেও সফল ১০,০০০ বার চার্জ-ডিসচার্জ চক্রের পরেও ৮৫ শতাংশ ক্ষমতা বজায় রেখেছে।

বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করতে গবেষকরা একটি অসমমিত ফটো-সুপারক্যাপাসিটার তৈরি করেন। এতে নেগেটিভ ইলেকট্রোড হিসেবে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন এবং পজিটিভ ইলেকট্রোড হিসেবে NiCoO ন্যানোওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। এই যন্ত্রটি ১.২ ভোল্ট স্থিতিশীল আউটপুট দিয়েছে এবং ১,০০০ বার ফটো-চার্জিং চক্রের পরেও ৮৮ শতাংশ ক্যাপাসিট্যান্স ধরে রেখেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যন্ত্রটি কম আলোযুক্ত ঘরের পরিবেশ থেকে শুরু করে তীব্র সূর্য্যালোক সব ধরনের আলোতেই দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, সূর্য্যালোক সংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয়কে একীভূত করলে এমন স্বয়ং-চার্জিং শক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা বিদ্যুৎ গ্রিডের বাইরে থাকা দূরবর্তী এলাকাতেও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে। এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি ও প্রচলিত ব্যাটারির ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

পরীক্ষার পাশাপাশি করা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কোবাল্ট অক্সাইড কাঠামোর মধ্যে নিকেল সংযোজনের ফলে উপাদানটির ব্যান্ড গ্যাপ কমে প্রায় ১.৬৭ ইভি হয়েছে এবং এতে হাফ-মেটালিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। এই বিরল বৈশিষ্ট্যের কারণে চার্জ পরিবহন দ্রুত হয় এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বেড়ে যায়, যা ফটো-সহায়ক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

এই গবেষণাটি রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জার্নাল 'Sustainable Energy & Fuels'-এ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটি পরীক্ষামূলক ও তাত্ত্বিক উপাদান বিজ্ঞানের সমন্বয় তুলে ধরেছে এবং একটি নতুন শ্রেণির স্মার্ট, ফটো-রিচার্জেবল শক্তি সঞ্চয় যন্ত্রের ধারণা সামনে এনেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আরও উন্নয়নের মাধ্যমে এই ধরনের সমন্বিত শক্তি ব্যবস্থা ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী টেকসই শক্তি সমাধানে একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে উঠে আসতে পারে।

সামরিক মহাকাশ ব্যয়ে বড়সড় পরিকল্পনা জার্মানির, নজরে লেজার ও গুপ্তচর উপগ্রহ

বার্লিন : ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক মহাকাশ প্রতিযোগিতা ও রাশিয়া---চীনের হুমকির প্রেক্ষাপটে সামরিক মহাকাশ সক্ষমতা জোরদার করতে বড় বিনিয়োগের কথা ভাবছে জার্মানি। প্রায় ৩৫ বিলিয়ন ইউরো (৪১ বিলিয়ন ডলার) ব্যয়ের একটি সামরিক মহাকাশ পরিকল্পনার আওতায় গুপ্তচর উপগ্রহ, মহাকাশযান এবং আক্রমণাত্মক লেজার প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দেশটির স্পেস কমান্ডের প্রধান।

জার্মান স্পেস কমান্ডের প্রধান মাইকেল ট্রাউট এক সাক্ষাৎকারে জানান, আগামী কয়েক বছরে জার্মানি 'SATCOM Stage ৪' নামে একটি এনক্রিপ্টেড সামরিক উপগ্রহ নক্ষত্রমণ্ডল গড়ে তুলবে। এই নেটওয়ার্কে ১০০টিরও বেশি উপগ্রহ থাকবে। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি-এর মডেলের অনুকরণে তৈরি করা হবে, যেখানে নিম্ন-কক্ষপথে উপগ্রহ ব্যবহার করে নিরাপদ যোগাযোগ ও ক্ষেপণাস্ত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে জার্মান প্রতিরক্ষা সংস্থা রাইনমেটাল একটি অজ্ঞাতনামা সামরিক উপগ্রহ প্রকল্পে যৌথ দরপত্রের জন্য জার্মান উপগ্রহ নির্মাতা সংস্থার সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে ইউরোপের শীর্ষ তিন মহাকাশ সংস্থা**এয়ারবাস, থ্যালেস ও লিওনার্দো**এলন মাস্কের **স্টারলিংক**-এর বিকল্প হিসেবে একটি ইউরোপীয় স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে।

ট্রাউট জানান, ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর থেকে মহাকাশ পরিবেশ অনেক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, জার্মানি ও ইউরোপীয় মিত্রদের শুধু নিরাপদ যোগাযোগ নয়, বরং শত্রুপক্ষের মহাকাশ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত বা অচল করতে সক্ষম প্রযুক্তিতেও বিনিয়োগ করতে হবে। তিনি বলেন, মহাকাশ এখন একটি কার্যকরী এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আমাদের মহাকাশ ব্যবস্থা ও সক্ষমতাকে রক্ষা ও প্রতিরক্ষা করা অপরিহার্য।

জার্মানির এই পরিকল্পনার আওতায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকারী উপগ্রহ, সেন্সর এবং শত্রুপক্ষের মহাকাশযান ব্যাহত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে লেজার প্রযুক্তি এবং ভূমিভিত্তিক অবকাঠামোকে লক্ষ্য করার সক্ষমতা। ট্রাউট জানান, এই কর্মসূচিতে দেশীয় ও ইউরোপীয় ছোট-বড় সরবরাহকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

তিনি স্পষ্ট করেন, জার্মানি এমন কোনো ধ্বংসাত্মক অস্ত্র মহাকাশে মোতায়েন করবে না, যা কক্ষপথে ধ্বংসাবশেষ সৃষ্টি করতে পারে। তবে শত্রুপক্ষের উপগ্রহ ব্যাহত করার জন্য নন-কাইনেটিক বা অ-গতিশীল কৌশলের বিস্তৃত সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ইলেকট্রনিক জ্যামিং, লেজার ব্যবহার এবং গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন লক্ষ্য করে ব্যবস্থা নেওয়া।

ট্রাউট আরও জানান, তথাকথিত 'ইনস্পেক্টর স্যাটেলাইট'যেগুলি অন্য উপগ্রহের খুব কাছাকাছি গিয়ে কৌশলগতভাবে চলাচল করতে পারেইতোমধ্যেই রাশিয়া ও চীন ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল ও লেজার ক্ষেত্রজুড়ে নানা ধরনের প্রভাব তৈরি করা সম্ভব। এমনকি সক্রিয় ভৌত পদক্ষেপও রয়েছে, যেমন ইনস্পেক্টর স্যাটেলাইট।

ট্রাউটের মতে, শত্রুপক্ষের মহাকাশ ব্যবস্থার ভূমি অংশকে লক্ষ্য করেও পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, যাতে তাদের জানানো যায়, যদি তারা মহাকাশে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করে, তবে আমরা অন্য ক্ষেত্রেও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিকল্পনা জার্মানিকে ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী সামরিক মহাকাশ শক্তিতে পরিণত করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

কিশোরদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে কড়াকড়ির পথে ইউরোপ, নিষেধাজ্ঞা ভাবছে স্পেন ও গ্রিস

মাদ্রিদ/এথেন্স : কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য ও অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় সোশ্যাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিতে চলেছে ইউরোপের একাধিক দেশ। এই ধারাবাহিকতায় স্পেন ও গ্রিস কিশোরদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে, যা ইউরোপে প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলির বিরুদ্ধে মনোভাব আরও কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ মঙ্গলবার জানান, তাঁর সরকার ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করতে চায়। অন্যদিকে গ্রিসও ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বলে এক উর্ধতন সরকারি সূত্র জানিয়েছে।

এই দুই দেশ যোগ দিল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় দেশগুলির তালিকায়, যারা সোশ্যাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, অস্ট্রেলিয়া গত ডিসেম্বরে ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে নজির গড়ে।

বিশ্বের বিভিন্ন সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা শিশুদের অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম তাদের বিকাশ ও মানসিক সুস্থতার ওপর কী প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল গভর্নমেন্টস সামিটে ভাষণ দিতে গিয়ে সানচেজ বলেন, আমাদের শিশুরা এমন এক ডিজিটাল জগতে উন্মুক্ত হচ্ছে, যা তারা একা সামলানোর জন্য তৈরি নয়। আমরা আর এটা মেনে নেব না। আমরা তাদের এই ডিজিটাল 'ওয়াইল্ড ওয়েস্ট' থেকে রক্ষা করব।

সানচেজ জানান, তাঁর সরকার সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণাত্মক বক্তব্যের জন্য প্ল্যাটফর্মের শীর্ষ নির্বাহীদের ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ করতে একটি আইন আনতে চলেছে। তিনি আরও বলেন, স্পেন আরও পাঁচটি ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে মিলে একটি জোট গঠন করেছে, যার নাম তিনি দিয়েছেন ''কোয়ালিশন অব দ্য ডিজিটালি উইলিং''। এই জোটের উদ্দেশ্য হবে সীমান্ত পেরিয়ে ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রয়োগে সমন্বয় করা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই জোটের প্রথম বৈঠক হওয়ার কথা।

ফ্রান্সে ১৫ বছরের কম বয়সিদের সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার বিল ইতোমধ্যেই সংসদে আলোচনাধীন। ব্রিটেনও একই ধরনের পদক্ষেপ বিবেচনা করছে, তবে তারা আগে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা দেখতে চায়। ২০২৪ সালের শুরু থেকে কার্যকর হওয়া ইইউ ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা দেয়। তবে সমালোচকদের মতে, এতে দায়িত্বশীল শাসন ও সেন্সরশিপের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-নির্মিত কনটেন্টের দ্রুত বিস্তার বিতর্ক আরও উসকে দিয়েছে। বিশেষ করে এলন মাস্কের গ্রোক এআই চ্যাটবট নাবালকদের নিয়ে অনুমতি ছাড়া যৌন চিত্র তৈরি করেছে, এমন অভিযোগ নিয়ে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে।

তবে এই নিষেধাজ্ঞাকে সেন্সরশিপ বলেও আক্রমণ করেছেন কেউ কেউ। স্পেনের কট্টর ডানপন্থী ভক্স দলের সংসদীয় মুখপাত্র পেপা মিলান বলেন, সরকার কেবল ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে এবং মিডিয়ায় নিজেদের বয়ান বজায় রাখতেই আইন করছে। সানচেজ জানান, আগামী সপ্তাহেই একটি বিল আনা হবে, যাতে সোশ্যাল মিডিয়া নির্বাহীদের অবৈধ ও ঘৃণামূলক কনটেন্টের জন্য দায়ী করা যায়। পাশাপাশি অ্যালগরিদমিক ম্যানিপুলেশন ও অবৈধ কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব রয়েছে। তিনি বলেন, অনলাইনে ঘৃণাত্মক বক্তব্য নজরদারির জন্য একটি ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং প্ল্যাটফর্মগুলিকে কার্যকর বয়স যাচাইকরণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা শুধু 'চেকবক্সে টিক দেওয়া' নয়। এছাড়া, স্পেনের প্রসিকিউটররা এলন মাস্কের গ্রোক, টিকটক ও মেটার ইনস্টাগ্রামের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আইনি লঙ্ঘন তদন্তের পথও খতিয়ে দেখবেন।

একটি আন্তর্জাতিক জরিপে দেখা গেছে, স্পেনের ৮২ শতাংশ মানুষ মনে করেন ১৪ বছরের কম বয়সিদের স্কুলের ভেতরে ও বাইরে সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করা উচিত। ২০২৪ সালে এই হার ছিল ৭৩ শতাংশ। মাদ্রিদের ১৯ বছর বয়সি ছাত্র মিগুয়েল আবাদ বলেন, এতে বাচ্চারা একে অপরের সঙ্গে খেলবে, পার্কে মোবাইলে ডুবে থাকবে না, যা সত্যিই ভয়ংকর। অস্ট্রেলিয়ায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলি প্রায় ৫০ লাখ কিশোরের অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করেছে বলে জানিয়েছে দেশটির ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই তথ্য ইউরোপের দেশগুলিকে আরও কড়া সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ জোগাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের এই উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

ডিজিটাল রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে ভারতের এফএম রেডিও এইচডি রেডিও চালুর পক্ষে সম্প্রচারকদের সমর্থন

নয়াদিল্লি: কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় রূপান্তরের পথে এগোচ্ছে ভারতের এফএম রেডিও খাত। অ্যানালগ সম্প্রচার ব্যবস্থা থেকে ডিজিটাল এফএম-এ উত্তরণের লক্ষ্যে এইচডি রেডিও প্রযুক্তি চালুর পক্ষে একযোগে সমর্থন জানিয়েছে বেসরকারি এফএম সম্প্রচার সংস্থা এবং ভোক্তা ইলেকট্রনিক ডিভাইস নির্মাতারা। শিল্পমহলের এই ঐকমত্য ভারতের রেডিও সম্প্রচারে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি এক্সপো-তে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সেখানে অংশ নেওয়া সম্প্রচারকরা এইচডি রেডিওকে একটি পরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য ও সম্প্রসারণযোগ্য ডিজিটাল প্রযুক্তি হিসেবে সমর্থন জানান।একইসঙ্গে স্মার্টফোন, ফিচার ফোন, ব্লুটুথ স্পিকার ও অটোমোবাইল ইলেকট্রনিক্স নির্মাতারা জানিয়েছেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক-এর কাছ থেকে নীতিগত স্পষ্টতা পাওয়া গেলে তারা দ্রুত ডিজিটাল রেডিও রিসিভার সংযোজনের জন্য প্রস্তুত।এই প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে ইলেকট্রনিক্স ডিজাইন অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার, নয়ডা। সংস্থাটি ইতোমধ্যেই দেশীয় প্রযুক্তিতে এইচডি রেডিও সংযুক্ত স্ট্যান্ডঅ্যালোন রেডিও রিসিভার ও ব্লুটুথ স্পিকার তৈরি করেছে। প্রবেশমূল্য স্তর থেকেই এই ডিভাইসগুলো বাজারে আনার পরিকল্পনা রয়েছে, যা ডিজিটাল রেডিওর গণভিত্তিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করবে এবং একটি শক্তিশালী রিসিভার ইকোসিস্টেম গড়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে।সম্প্রচারক ও ডিভাইস নির্মাতাদের মধ্যে এইচডি রেডিও নিয়ে ঐকমত্য তৈরি হওয়ায় শিল্পমহল ভারতের বিশাল ডিভাইস বাজারকে একটি অনন্য সুবিধা হিসেবে দেখছে। তাদের মতে, স্মার্টফোন ও অন্যান্য ভোক্তা ইলেকট্রনিক পণ্যের বিপুল উৎপাদন ও ব্যবহারের কারণে আংশিক গ্রহণযোগ্যতাই অল্প সময়ে কোটি কোটি মানুষের হাতে ডিজিটাল রেডিও পৌঁছে দিতে পারে। এতে করে নতুন প্রজন্মের জন্য আবারও বাস্তবায়িত হতে পারে বহুদিনের পরিচিত ধারণা "প্রতিটি পকেটে রেডিও"। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল এফএম সম্প্রচারে উত্তরণের ফলে শব্দের মান উন্নত হবে, একই ফ্রিকোয়েন্সিতে একাধিক চ্যানেল সম্প্রচারের সুযোগ তৈরি হবে এবং জরুরি তথ্য ও ডেটা পরিষেবা দেওয়ার নতুন সম্ভাবনা খুলবে। সব মিলিয়ে, এইচডি রেডিও চালু হলে ভারতের এফএম রেডিও শিল্প এক নতুন প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক দিগন্তে প্রবেশ করবে। এখন শিল্পমহলের নজর কেন্দ্রীভূত রয়েছে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের দিকে, যা এই ডিজিটাল যাত্রার গতি নির্ধারণ করবে।

বুধবার ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে আইএলএস হাসপাতালের উদ্যোগে সচেতনতা র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় তহবিল বণ্টনে অসমের ভাগ বৃদ্ধি মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানালেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

দিসপুর, ৪ ফেব্রুয়ারী : কেন্দ্রীয় বাজেটে কেন্দ্রীয় কর বণ্টনে অসমের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্র সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত অসমের উন্নয়নযাত্রার প্রতি নয়াদিল্লির অব্যাহত আস্থারই প্রতিফলন।

এক্স—এ করা পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'বিকশিত ভারত'—এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলা অসমের ইতিবাচক অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিয়েই কেন্দ্র সরকার রাজ্যের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।

তিনি উল্লেখ করেন, চলতি বছরে কেন্দ্রীয় তহবিল বণ্টনের অংশ হিসেবে অসমকে ৪৯,৭২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এই অর্থ রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন পরিকল্পনাকে জোরদারভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই বাড়তি বরাদ্দ অসমের আর্থিক সক্ষমতা আরও মজবুত করবে। ফলে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংযোগ ব্যবস্থা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজ্যের হাতে আরও নমনীয়তা আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার দাবি করেছেন, গত কয়েক বছরে ধারাবাহিক সংস্কার, উন্নত শাসনব্যবস্থা এবং লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগের ফলেই অসমের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

রাজ্য অর্থ দফতরের আধিকারিকদের মতে, নিজস্ব কর ও অ-কর রাজস্ব আদায়ে স্থিতিশীল বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের কার্যকর ব্যবহার এই সাফল্যের অন্যতম কারণ।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আরও বলেন, অসম জুড়ে সড়ক, সেতু, রেল, অন্তর্দেশীয় জলপথ ও শহর উন্নয়ন প্রকল্পের গতি বাড়াতে কেন্দ্রের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাঁর মতে, এই বিনিয়োগ অসমকে জাতীয় ও আঞ্চলিক বাজারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করবে, কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অন্যতম প্রবৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সময়ে এই বর্ধিত কেন্দ্রীয় বণ্টন অসমের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই লজিস্টিকস, পর্যটন, উৎপাদনশিল্প ও জ্বালানি খাতে জোর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে অসমকে তুলে ধরছে। নতুন বরাদ্দের ফলে 'বিকশিত ভারত'—এর অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার আরও জোরদারভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

উৎপাদন ক্ষেত্র ও এমএসএমই-গুলিকে সাহায্য করতে ভারত ব্রিকস সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিটেন্সিজ-এ যোগ দিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬নতুন দিল্লির বাণিজ্য ভবনে শিল্প প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তর এবং শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারত ব্রিকস সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিটেন্সিজ-এ যোগ দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গঠিত এই কেন্দ্র ব্রিকস দেশগুলির ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এবং এমএসএমই সংস্থাগুলিকে সবরকম সহায়তা করে। অনুষ্ঠানে শিল্প প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তর এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে শিল্প প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের পক্ষে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী অগ্রিম কৌশল এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিল্পোন্নয়ন সংস্থার পক্ষে অধিকর্তা ডঃ ক্রিস্টিয়ানো পাসিনি স্বাক্ষর করেন। এই কাজের জন্য জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদকে ভারতের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। শিল্প প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের নীতি-নির্দেশনা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিল্পোন্নয়ন সংস্থার প্রযুক্তিগত সহায়তায় জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ ভারতে উৎপাদন সংস্থা ও এমএসএমই-গুলির সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে শিল্প প্রসার ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের সচিব শ্রী অমরদীপ সিং ভাটিয়া সভাপতিত্ব করেন।

AFFIDAVIT

I Ishan Ahamed, S/o-Lil Miah of Sonapur, Near Sonapur High School, Dist-West Tripura, Pin-799181, State- Tripura hereby declare that I have changed my name as Ishan Ahamed from Nargish Akter and Converted into male from female U/S Transgender persons (Protection of Rights) Act, 2019-2020 under the Transgender persons protection of Rights Rules, 2020

Sd/-
Ishan Ahamed

সংসদ চত্বরে রাহুল—বিট্টু বাকযুদ্ধ, 'গদ্দার' ও 'দেশের শত্রু' মন্তব্যে শোরগোল

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারি : সংসদ চত্বরে বিক্ষোভের মাঝেই শাসক—বিরোধী নেতাদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টুকে কটাক্ষ করতে শোনা গেল বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে। পালটা রাহুল গান্ধীকে 'দেশের শত্রু' বলে আক্রমণ করেন বিট্টু। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

বুধবার ভারত—আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি ইস্যুতে কংগ্রেস তাদের সাসপেন্ডেড সাংসদদের নিয়ে সংসদের মকরদ্বারের সিঁড়িতে বিক্ষোভে বসে। এদিকে লোকসভায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল চুক্তি নিয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করছিলেন। বিক্ষোভের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্পিকার ওম বিড়লা দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি ঘোষণা করেন।এই সময় সংসদ চত্বরে বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী। সেই সময় রবনীত সিং বিট্টু পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে বলতে শোনা যায়, "ওই দেখুন, গদ্দার আসছে।" যদিও তিনি কারও নাম সরাসরি উল্লেখ করেননি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজনের হাসির প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়।

এরপর বিট্টু রাহুল গান্ধীর কাছাকাছি গিয়ে পালটা মন্তব্য করেন, "দেশের শত্রু।" পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যুত্তরে রাহুল গান্ধী আবারও তাঁকে উদ্দেশ করে 'বিশ্বাসঘাতক' মন্তব্য করেন এবং কটাক্ষের সুরে বলেন, "হ্যালো, আমার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু। চিন্তা কোরো না, তুমি আবার কংগ্রেসে ফিরে আসবে।" তিনি হাত মেলাতে এগোলেও বিট্টু তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং পুনরায় রাহুলকে 'দেশের শত্রু' বলেন।

পুরো ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

লোকসভায় পীযূষ গয়ালের বক্তব্য ভারত—আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি 'ঐতিহাসিক'

নয়াদিল্লি, ৪ ফেব্রুয়ারী: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল লোকসভায় জানিয়েছেন, ভারত—আমেরিকার ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি দুই দেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গঠনের যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বিরোধীদের হইচইয়ের মধ্যেই তিনি এদিন সংসদে এই বিষয়ে বিবৃতি দেন।

মন্ত্রী জানান, এই বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার সময় ভারত কৃষি ও দুগ্ধশিল্পের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের স্বার্থ সফলভাবে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে।

পীযূষ গয়াল বলেন, চলতি বছরের ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে টেলিফোনে দ্বিপাক্ষিক ও বৈশ্বিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেই আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতীয় রপ্তানির ওপর শুল্কহার কমিয়ে ১৮ শতাংশ করার ঘোষণা দেন বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, এই হার অন্যান্য বহু দেশের তুলনায় কম, ফলে মার্কিন বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা আরও বাড়বে।

চুক্তির সুফল প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, দক্ষ কর্মী এবং শিল্পক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। তিনি জানান, প্রায় এক বছর ধরে একাধিক দফায় আলোচনা ও পর্যালোচনার পর এই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে।

পীযূষ গয়ালের কথায়, এই চুক্তি বিশ্বের দুই বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতার প্রতিফলন।

মেঘালয়কে রপ্তানি হাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরবিএসএম ২০২৬ উদ্বোধন, 'মেঘারাইজ' ব্র্যান্ড চালু

শিলং, ৪ ফেব্রুয়ারি : মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা মঙ্গলবার জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার এখন লেনদেনভিত্তিক বাণিজ্যের বদলে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার কৌশল নিয়েছে। এই লক্ষ্যেই একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক ইকোসিস্টেম তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় আনারস ও উচ্চ কারকিউমিনসমৃদ্ধ লাখাডং হলুদের মতো দেশজ পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চমূল্যের রপ্তানি পণ্যে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে।মেঘালয় সরকার, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে শিলংয়ের স্টেট কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয়েছে রিভার্স বায়ার-সেলার মিট ২০২৬। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেঘালয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় আয়োজিত এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য স্থানীয় উৎপাদকদের সঙ্গে সরাসরি আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সংযোগ স্থাপন করে রাজ্যের রপ্তানি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রাজ্যের এমএসএমই ও রপ্তানি ইকোসিস্টেমের জন্য একক পরিচিতি তৈরি করতে 'মেঘারাইজ' ব্র্যান্ড ও লোগো উদ্বোধন। পাশাপাশি চালু হয়েছে রাজ্যস্তরের এমএসএমই পোর্টাল, যা ব্যবসা সহজীকরণ, সরকারি প্রকল্পে সহজ প্রবেশাধিকার এবং উদ্যোক্তাদের ডিজিটালভাবে বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করতে সহায়তা করবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা শুধু ব্যবসা করতে আসিনি, আমরা অংশীদারিত্ব গড়তে এসেছি।" তিনি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ, উন্নত লজিস্টিকস ও অবকাঠামোগত সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।আরবিএসএম ২০২৬—এর মাধ্যমে মেঘালয়ের রপ্তানিকারকদের আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসায়িক বৈঠকের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা নতুন বাজার অন্বেষণ ও টেকসই বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।এই অনুষ্ঠানে রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, বাহরিন, শ্রীলঙ্কা ও আজারবাইজান-সহ ১৫টি দেশের ক্রেতারা অংশ নিচ্ছেন। ৩০০-র বেশি এমএসএমই বিক্রেতা হাততাঁত ও হস্তশিল্প, বাঁশ ও বেতজাত পণ্য, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মশলা, মধু, ভেষজ ও ওয়েলনেস পণ্য, মৃৎশিল্প এবং কাঠভিত্তিক হস্তশিল্প প্রদর্শন করছেন।দু'দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে ১২৫টিরও বেশি প্রদর্শনী স্টল রয়েছে, যেখানে লাইভ ডেমোনস্ট্রেশন ও বাছাই করা পণ্যের প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্রেতাদের সরাসরি অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। উদ্বোধনের পরপরই কাঠামোবদ্ধ বি২বি বৈঠক শুরু হয়েছে।উপ-মুখ্যমন্ত্রী স্নিয়াভভালাং ধর আরবিএসএম ২০২৬—কে মেঘালয় ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, অংশগ্রহণকারী বিক্রেতারা সকল বাধ্যতামূলক নথিভুক্তিকরণ ও ডকুমেন্টেশন সম্পূর্ণ করে রপ্তানির জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁর কথায়, এই আয়োজন রাজ্যের উদ্যোগগুলির আত্মবিশ্বাস ও বৈশ্বিক বাজারে অংশগ্রহণের প্রস্তুতিরই প্রতিফলন।

PRESS NOTICE INVITING eTENDER No: 36/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Government of Tripura the Executive Engineer(Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate etender on Single bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl No.	Name of Work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Establishment for Krishak Bandhu Kendra S/H:- Installation of Internal Electrification at Krishak Bandhu Kendra at Ganganagar under Dhalai District, Tripura	42/EE/AGRI/NORTH/2025-26	3,75,177	7,504

Last date and time for documents downloading and bidding upto 15:00 Hrs on 06/02/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 06/02/2026 (if possible). Any, subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more information please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer(North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-4123/26

PNIT NO:-24/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2025-26 date: - 27/01/2026 under DWS Division Kalyanpur, PWD:-

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIT No. 140/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,97,828.00	9957.00
2	DNIT No. 141/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,97,828.00	9957.00
3	DNIT No. 142/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,98,574.00	9971.00
4	DNIT No. 143/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,98,574.00	9971.00
5	DNIT No. 144/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,99,267.00	9985.00
6	DNIT No. 145/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,99,267.00	9985.00
7	DNIT No. 146/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,99,209.00	9984.00
8	DNIT No. 147/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,99,209.00	9984.00
9	DNIT No. 148/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,99,913.00	9998.00
10	DNIT No. 149/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,86,760.00	9735.00
11	DNIT No. 150/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,96,700.00	9934.00
12	DNIT No. 151/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,98,337.00	9967.00
13	DNIT No. 152/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	2,99,487.00	5990.00
14	DNIT No. 153/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	3,34,590.00	6692.00
15	DNIT No. 154/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26	4,98,520.00	9970.00
16	DNIT No. 155/EE-KLP/PWD(DWS)/2025-26		9970.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 10/02/2026 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura

ICA/C-4120/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 28/EE-JRN/PWD/2025-26 Dated: 31-01-2026

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09-02-2026 for the following work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIe-T No:98/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	23,99,448.00	47,989.00	60(Sixty) days	Appropriate Class
2	DNIe-T No:99/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	23,81,204.00	47,624.00	60(Sixty) days	Appropriate Class
3	DNIe-T No:100/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	24,15,690.00	48,314.00	60(Sixty) days	Appropriate Class
4	DNIe-T No:101/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	24,24,928.00	48,499.00	60(Sixty) days	Appropriate Class
5	DNIe-T No:102/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	23,90,151.00	47,803.00	60(Sixty) days	Appropriate Class
6	DNIe-T No:103/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	18,55,826.00	37,117.00	45(Forty Five) days	Appropriate Class
7	DNIe-T No:104/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	9,56,327.00	19,127.00	45(Forty Five) days	Appropriate Class
8	DNIe-T No:105/R/DNIe-T/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26	23,22,598.00	46,452.00	60(Sixty) days	Appropriate Class
9	DNIe-T No:81/R/DNIeT/EE-JRN/PWD(R&B)/2025-26 (2nd Call)	24,17,206.00	48,344.0	60(Sixty) days	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 31-01-2026 to 09-02-2026.
Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 09-02-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 09-02-2026 up to 15.30 Hrs Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in.
Class of tenderer :- Appropriate Class.
Bid Fee: Rs. 1,000 each, Non refundable
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in.
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura eejirania@gmail.com

ICA/C-4118/26

NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor of Tripura, the Dy. Director of Tripura (West) invites sealed quotation from local bonafied Agency/Individual to supply of different types of Exotic Cut Flower etc. for different premier institutes like Lokbhavan, New Secretariat Complex, VVIP Bungalows' etc. including other Beautification work of Floral Decoration under O/O the Dy. Director of Horticulture (West). The intending quotationer may submit Quotation in the office of the undersigned on 12/02/2026 from 11:00 A.M upto 3:00 P.M and the same will be opened on the same date at 4:00 P.M, if possible. The Quotationer or his representative may remain present at the time of opening.

Sl. No.	Item	DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of selling quotation from & last date of receiving the same	Cost of Quotation Form
1	2	3	4	5	6	7
1	Supply of different Exotic Cut Flowers, House plant, Tropical shrubs etc. under O/O the Dy. Director of Horticulture (West)	NO.F.4(79)-H &SC/DDH/W/P-IV/2025-26/1	Rs. 2,99,000/-	Rs. 2,900/-	Last date of selling Form is 11/02/2026 up to 4:00 P.M Date of receiving quotation is on 12/02/2026 from 11.00 A.M to 3.00 P.M	Rs:- 100/- (Rupees one hundred) only
2	Supply of different Colorful/Green & Textured Foliages etc. and other materials of Beautification works for Floral Decoration under O/O the Dy. Director of Horticulture (West)	NO.F.4(79)-H &SC/DDH/W/P-IV/2025-26/2	Rs. 3,99,000/-	Rs. 3,900/-	Last date of selling Form is 11/02/2026 up to 4:00 P.M Date of receiving quotation is on 12/02/2026 from 11.00 A.M to 3.00 P.M	Rs:- 100/- (Rupees one hundred) only

All detailed like 'Terms & Condition' as well as specification of Cut Flowers, House plants, Tropical shrubs etc. for DNIT No.1(one) and Colorful/Green & Textured Foliages etc. and other Beautification works of Floral decoration on DNIT No. 2(Two) may be obtained from the O/O the undersigned between 11.00 A.M to 4:00 P.M during the working days.

(Ar.Sujit Das)
Deputy Director of Horticulture
West Tripura, District,Agartala

ICA/C-4111/26

AGARTALA SMART CITY LIMITED
Public Notice

Sl No	Stretches of Road	Start date	End Date
১	[illegible]	01.02.2026	28.02.2026
২	[illegible]	01.02.2026	28.02.2026
৩	[illegible]	01.02.2026	28.02.2026
৪	[illegible]	01.02.2026	28.02.2026
৫	[illegible]	01.02.2026	28.02.2026
৬	[illegible]	01.02.2026	28.02.2026

Sd/-
Chief Executive Officer
Agartala Smart City Limited

ICA/D-1910/26

মজদুর মনিটরিং সেলের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

পরিবেশ সচেতনতা ও যুবসমাজকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে দিতে কদমতলায় ‘ইউথ অ্যান্ড ইকো ক্লাব’ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যুবসমাজকে ইতিবাচক দিশা দেখানোর লক্ষ্যে কদমতলা গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হল ‘ইউথ অ্যান্ড ইকো ক্লাব’ সচেতনতা কর্মসূচি। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১১টা থেকে এই কর্মসূচির সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের এসএমসি চেয়ারম্যান এবং কদমতলা ইন্সপেক্টোরেটের মাননীয় স্কুল পরিদর্শক।

এই কর্মসূচিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মনিসঙ্কর চক্রবর্তী (পিএম শ্রীর ডি.জি.এইচ.এস.এস.) এবং অশুতোষ দাস, এএইচএম, কদমতলা গভর্নমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও ইউথ অ্যান্ড ইকো ক্লাবের প্যাট্রন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ জাগ্রত করা। পরিবেশ রক্ষা, সুস্থ সমাজ গঠন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চোখে পড়ে। উদ্যোক্তাদের আশা, এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম পরিবেশবান্ধব ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

প্রসেনজিৎ মৃত্যু মামলায়

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত পক্ষের তরফে বারবার বেইল পিটিশন দাখিল করা হলেও আদালত তা গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। মামলার শুনানিকালে উচ্চ আদালতের আইনজীবী দেবদাস বকশি জানান, প্রসেনজিৎ সরকার মামলায় পরবর্তী শুনানি মূলত তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টের উপরই নির্ভর করবে।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী,এই মামলার তদন্তের অগ্রগতি হয়েছে, তদন্তের রিপোর্টে বেইল দেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই।এদিন ধর্মনগর আদালতে শুনানিকালে আইনজীবী দেবদাস বকশি আরও আবেদন জানান, মামলার পাঁচ অভিযুক্তের বিচার প্রক্রিয়া জেল হেফাজতেই সম্পন্ন করা হোক, যাতে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে এগোয় এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

আদালত সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বেইল আবেদন পুনরায় খারিজ করে এবং মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ আগামী ১৭ তারিখ ধার্য করেছে।উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ সরকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর জেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। একাধিকবার বেইল আবেদন খারিজ হওয়ায় স্পষ্টতই আদালত এই মামলাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বলে আইন মহলের অভিমত। এখন সকলের নজর তদন্তকারী অফিসারের আসন্ন রিপোর্ট এবং ১৭ তারিখের শুনানির দিকেই।

লোকসভায় হট্টগোলে

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত মুলতুবি করা হয়। এদিকে জল্পনা ছিল, বিকেল ৫টার পর সভা শুরু হলে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে পারেন। সেই অনুযায়ী বিরোধীরাও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার অধিবেশন শুরু হতেই ফের হট্টগোল শুরু হয়। এ সময় কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ সন্ধ্যা রাই। তিনি প্রথমে পিপি চৌধুরীকে বক্তব্যের সুযোগ দিলেও বিরোধীদের বিক্ষোভে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিনের মতো সভা মুলতুবি ঘোষণা করা হয়।

ঘটনার পর কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী কটাক্ষ করে বলেন, “প্রধানমন্ত্রী ভয় পেয়ে গিয়েছেন।” তবে আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় ভাষণ দেবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পঞ্চায়েত অ্যাডভেঞ্জমেন্ট ইনডেক্স ২.০-এ জাতীয় সাফল্য সিপাহীজলার, শীর্ষ র‍্যাঙ্কে একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারি: পঞ্চায়েত অ্যাডভেঞ্জমেন্ট ইনডেক্স ২.০-এ জাতীয় সাফল্য অর্জন করেছেসিপাহীজলা। বুধবার সকালে সিপাহীজলা পরিষদের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন প্রতিটি গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৭ টি ‘সাসটেইনেবল গোল’ এবং নয়টি থিমকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত দপ্তরের নির্ধারিত সময় ও নির্দেশনা অনুযায়ী সিপাহীজলা জেলার সবকয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি (পিএআই-২.০) তে পঞ্চায়েত মন্ত্রণালয় কর্তৃক পঞ্চায়েত অ্যাডভেঞ্জমেন্ট ইনডেক্স ২.০ এর ২০২৩ -২৪ এর রেংকিং তালিকা প্রকাশ করেন।

যেখানে জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার তিনটি বেস্ট র‍্যাংকিং তালিকা দখল করে। যার মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান দখল করে সিপাহীজলা জেলার জম্পুইজলা ব্লকের যুগল কিশোর নগর ভিলেজ কমিটি এবং তৃতীয় স্থান দখল করে নলছড় ব্লকের দক্ষিণ নলছড় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং চতুর্থ স্থান দখল করে চড়িলাম ব্লকের ছেচেরিমাই গ্রাম পঞ্চায়েত। তাছাড়াও রাজ্যের ১০ টি বেস্ট র‍্যাংকিং তালিকা আর মধ্যে সিপাহীজলা জেলা সাতটি রেঙ্ক অর্জন করেন। সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত জম্পুইজলা, নলছড়,দক্ষিণ নলছড়, চড়িলাম, ছেচেড়িমাই,ঘ্রানতলী, শিবনগর গ্রাম পঞ্চায়েত ষষ্ঠ স্থান এবং পশ্চিম টাকারজলা বিলাস কমিটি নবম স্থান দখল করে নেয়।

সর্বোপরি এই সাফল্যের জন্য সিপাহীজলা জেলার সকল জনগণ, জনপ্রতিনিধি, এবং সিপাহীজলা জিলার সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী রাজিব রঞ্জন সিং, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা ত্রিপুরা সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মনকে। এমনকি জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত জানান এক নজরে নয়টি থিম,দারিদ্র্যমুক্ত এবং উন্নত জীবিকার সম্পন্ন গ্রাম, সু- স্বাস্থ্যসম্মতগ্রাম, শিশু বান্ধব গ্রাম, জল পর্যাপ্তগ্রাম, পরিচ্ছন্ন ও সবুজগ্রাম,স্বনির্ভর পরিকাঠামো মুক্তগ্রাম, সামাজিকভাবে ন্যায় পরায়ন এবং সামাজিকভাবে নিরাপদ গ্রাম, সুশান্তিগ্রাম এবং নারী বান্ধব গ্রাম। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সরস মেলার উদ্বোধন করবেন। এই মেলা চলবে ৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে

● প্রথম পাতার পর

ফ্রন্টের (এনপিএফ) মাও বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক লোসি দিখো উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। মুখ্যমন্ত্রী খেমচন্দ সিং তাঁর ভাষণে বলেন, “মণিপুরে ৩৬টি সম্প্রদায় রয়েছে এবং এই সব সম্প্রদায়ই মণিপুরকে রক্ষা করে আসছে। সব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে রাজ্যে শান্তি ফিরবে।”

তিনি আরও বলেন, সকল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও যৌথ অংশগ্রহণ মণিপুরে ঐক্য ও সম্প্রীতি আরও মজবুত করবে। কুকি-জো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ও বিজেপি বিধায়ক নেমচা কিপজেন, যিনি কাংপোকপি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক, তিনি নয়াদিল্লির মণিপুর ভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এদিন বিজেপি বিধায়ক কে গোবিন্দাস এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) বিধায়ক খ লোকেন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের বিধায়করা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং, ও. ইবোবি সিং ও আর কে রাধাবিনোদসহ বহু প্রবীণ রাজনীতিবিদ, শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক এবং আমলারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বুধবার থেকেই রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার কার্যকর হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, “সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, আমি, দ্রৌপদী মুর্মু, ভারতের রাষ্ট্রপতি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে মণিপুর রাজ্যের ক্ষেত্রে জারি করা রাষ্ট্রপতি শাসনের ঘোষণা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে প্রত্যাহার করলাম।”

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৩ মে মণিপুরে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর রাজনৈতিক সংকট গভীর হয়। অনাস্থা প্রস্তাবের আশঙ্কায় গত বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন এন বীরেন সিং। এর পরই ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়।

নতুন নেতৃত্বের উপর আস্থা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, তাঁরা মণিপুরের ভাই-বোনদের সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন বলে তিনি নিশ্চিত। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ প্রকাশিত এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করায় যুমনাম খেমচন্দ সিং-কে অভিনন্দন। রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় নেমচা কিপজেন জি ও লোসি দিখো-কেও অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি, মণিপুর সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় কন্থৌজাম গোবিন্দাস সিং ও খুরাইজাম লোকেন সিং-কেও শুভেচ্ছা। আমি নিশ্চিত, তাঁরা মণিপুরের আমার ভাই ও বোনদের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করবেন।

এসআইআর মামলায়

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে আগামী সোমবার। ভোটের মুখে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি সওয়ালকে বড় রাজনৈতিক মুহূর্ত হিসেবে দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের প্রথম সারির নেতাদের দাবি, এক পদক্ষেপে একাধিক রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণ হয়েছেফলে সংগঠনে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

বুধবার প্রধান বিচারপতির এজলাসে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীর যুক্তির পাল্টা জোরালো সওয়াল করেন মমতা। তৃণমূলের ব্যাখ্যা, এতে বিজেপি-বিরোধী রাজনীতির মুখ হিসেবে মমতার অবস্থান আরও জোরদার হল। শাসকদলের নেতাদের মতে, এর ফলে বিজেপি-বিরোধী অতিরিক্ত ভোটও তৃণমূলের দিকে আসতে পারে, যার প্রভাব পড়বে বাম ও কংগ্রেসের সমীকরণে।

দলীয় সূত্রের দাবি, এসআইআর শুরু হওয়ার পর বিরোধী শিবিরের হুঁশিয়ারিতে নিচুতলায় যে জড়তা তৈরি হয়েছিল, তা এই সওয়ালের পর অনেকটাই কেটেছে। সাংসদ—মন্ত্রী—বিধায়কদের বক্তব্যে ‘ময়দানে ফেরার’ সুর স্পষ্ট।

তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পদক্ষেপকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে ব্যাখ্যা করছে। তাঁদের মতে, প্রথমত বিজেপি-বিরোধী লড়াইয়ে একক ও প্রধান মুখ হিসেবে মমতার অবস্থান আরও স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। দ্বিতীয়ত, এর ফলে বিজেপি-বিরোধী ভোটের বৃহত্তর অংশ তৃণমূলের দিকে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, যা বাম ও কংগ্রেস শিবিরে দোদুল্যমানতা বাড়াতে পারে। তৃতীয়ত, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সাম্প্রতিক সময়ে যে ক্ষোভের ইঙ্গিত মিলছিল, এই পদক্ষেপ সেই পরিস্থিতি প্রশমনে ভূমিকা নিয়ে বিজেপি-বিরোধিতার প্রশ্নে তৃণমূলের প্রতি আস্থা পুনর্গঠনে সহায়ক হতে পারে। চতুর্থত, জাতীয় রাজনীতিতে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে তৃণমূলের গুরুত্ব ও উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ আইনি লড়াইকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার বার্তা এতে স্পষ্ট। পঞ্চমত, সাংগঠনিক স্তরে যে অচলাবস্থা বা নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ ছিল, তা কাটিয়ে কর্মী—সমর্থকদের পুনরায় সক্রিয় করে রাস্তায় নামানোর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে দলের একাংশ।

রাজনৈতিক মহলে এ-ও আলোচনা, বাম শিবিরের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া একরকম নয়। সুপ্রিম কোর্টে যাওয়াকে কেউ ‘নাটক’ বললেও, অন্য বাম নেতার বক্তব্যে পদক্ষেপকে ‘ইতিবাচক’ বলা হয়েছেযা বিরোধী শিবিরের ভিতর মতভেদের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছে তৃণমূল।

দলীয় নেতাদের কথায়, সাম্প্রতিক সময়ে যে অংশ বিজেপির বক্তব্যে প্রভাবিত হচ্ছিল, প্রশাসনিক হয়রানির অভিজ্ঞতায় তাদের একাংশের মনোভাবও বদলাতে পারে। মহিলা ভোটারদের মধ্যেও প্রভাব পড়বে বলে আশা তৃণমূলের।

তৃণমূলের দাবি, কেবল পথসভা—মিছিল নয়, সাংবিধানিক মঞ্চে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে এই পদক্ষেপ। আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। মুখ্যমন্ত্রী ফের দিল্লি যাবেন কি না, তা নিয়ে দলে ভিন্নমত থাকলেও, অধিকাংশের মততিন দিনের দিল্লি সফরেই জাতীয় স্তরে এসআইআর ইস্যুতে রাজনৈতিক বয়ান প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শাসকদলের এক নেতার কথায়, “এখন আমরা ময়দানে, বাকিরা রক্ষণে।”

শ্রুতি আয়োজিত ১০ম আবৃত্তি উৎসব

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। সকল ভাষার বিকাশে, সকল ভাষার সম্মানে শ্রুতি আয়োজিত ১০ম আবৃত্তি উৎসব আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে শুভাশিস কর, ডাঃ শৌভিক দেববর্মা, কবিতালোক, কাব্যলোক, উত্তমালোক ও শ্রুতির শিল্পীরা আবৃত্তি পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে শ্রুতির শিল্পীদের ’বর্ণময় ষড়ঋতু’ আবৃত্তি আলেখ্য শ্রুতির কর্ণধার স্মিতা ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় পরিবেশিত হয়। নৃত্যে ছিলেন তনুশ্রী দাস ও সঙ্গীতে সাথী চৌহান। অনুষ্ঠানে ছবি ও কবিতার সভাপতি শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ সুমন্ত চক্রবর্তী তাঁদের অনুভব ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৃণাল দেবনাথ ও অঙ্কিতা সিংহ রায়।

তিনদিন ধরে নিখোঁজ বধূ

● প্রথম পাতার পর

মেয়ের জন্য জুতো কিনতে শ্রীনগর বাজারে যান। কিন্তু সারাদিন পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় উদ্বিগ্ন হয়ে স্বামী গোপেশ ত্রিপুরা ফোনে বিষয়টি মনমালার ভাইদের জানান। পরদিন, ২ ফেব্রুয়ারি, পরিবারের সদস্যরা নাথুরাম পাড়ায় গিয়ে কোনো খোঁজ না পেয়ে শ্রীনগর ফাঁড়িতে একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। তিনদিন কেটে যাওয়ার পরও গৃহবধূর কোনো সন্ধান না মেলায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি তিপ্রা মথার ঋষ্যমুখ বিধানসভার সিনিয়র নেতা পবিত্র ত্রিপুরাকে জানানো হয়। বুধবার পবিত্র ত্রিপুরা, তিপ্রা মথা দলের ঋষ্যমুখ ব্লক সভাপতি চন্দ্র শেখর ত্রিপুরা, কার্যকরী সদস্য দিনেশ ত্রিপুরা এবং নিখোঁজ গৃহবধূর ভাইদের সঙ্গে নিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত আবেদন জমা দেন। আবেদনে দ্রুত মনমালা ত্রিপুরাকে খুঁজে বের করার দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে নিখোঁজ গৃহবধূর ভাই বরুণ ত্রিপুরা সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে বলেন, বোন নিখোঁজ হওয়ার পর তাঁর জামাই গোপেশ ত্রিপুরা কোনো ধরনের খোঁজখবর নিচ্ছেন না। উল্টে বোনের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বরুণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ও সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে তাঁর নিখোঁজ বোনকে উদ্ধারে সহযোগিতার আবেদন জানান।

দিল্লিতে ১৫ দিনে ৮০৭

● প্রথম পাতার পর

এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্রীয় সরকারের “ব্যর্থতা” বলে আখ্যা দিয়েছেন আপ-এর শীর্ষ নেতা সঞ্জয় সিং। তিনি বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছর দিল্লিতে ২৪ হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি ছিলেন নারী। বহু মামলা এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দিল্লি পুলিশকে নিখোঁজের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করতে এবং নিখোঁজদের খোঁজে তৎপরতা আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে।

নৈতিকতার শিক্ষায়

● প্রথম পাতার পর

সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুদাম্বিকা আর। মিলন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুমতি দাস প্রমুখ।

সায়দারপাড় থেকে সারদাপল্লির মধ্যে মনু নদীর উপর ডবল লেনের সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ১৪৮.২০ মিটার এবং এর প্রশস্ত হবে ৮.৫০ মিটার। এই সেতুটি নির্মাণ হলে রাতাছড়া, কাঞ্চনবাড়ি, ফটিকরায় পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ সহজেই কুমারঘাটে আসতে পারবেন। মনু নদীর উপর পাকা সেতুর শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বলেন, এই সেতুটি নির্মাণ হলে এই এলাকার ছয় সাত হাজার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। বিশেষ করে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল সহজেই কুমারঘাটের বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়া এ অঞ্চলের মানুষের কুমারঘাট রেল স্টেশনও খুব কাছে হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, আমরা মানুষের সমস্যার উপলব্ধি করে উন্নয়নের কাজ করছি। উন্নয়নের কাজে কোথাও যেন কোনও ফাঁক না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করছি। এই সেতু নির্মাণ হলে মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাও পূরণ হবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অ্যাক্ট ইস্টের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এরফলে ত্রিপুরাকে হীরা মডেলে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। রেল যোগাযোগে রাজ্য অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে। এখন অত্যাধুনিক রেল ট্রেক আসায় মানুষের রেল ভ্রমণও সুখদায়ক হয়েছে। পাশাপাশি সারা রাজ্যে রাস্তাঘাটের দারুণ উন্নয়ন হয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে রাজ্যে ১ লক্ষ ১৮ হাজার লাখপতি দিদি তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮ হাজারের উপর লাখপতি দিদি তৈরি করা গেছে। যা সাফল্যের প্রায় দোরগোড়ায়। তিনি বলেন, মহিলাদের নিরাপত্তায়ও ত্রিপুরা এগিয়ে রয়েছে। মহিলারা এখন রাতেও ভয়মুক্ত পরিবেশে চলাফেরা করতে পারেন। সারা দেশে এখন ত্রিপুরা অপরাধে ৮.২ শতাংশের নীচে নেমে এসেছে। যা সারা দেশে ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নীচের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এটাই হলো উন্নয়ন। এখানে বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস। সভাপতিত্ব করেন সায়দারপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়ারাণী দাস। পি.এম-শ্রী হাজিবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি নতুন ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজ্যে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পার্সোনালাইজড অ্যাডাপটিভ লার্নিং (পি.এ.এল.)-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যক্রমেরই একটি অঙ্গ। তিনি বলেন, শিক্ষা হলো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার একটি পথ। আমরা চাই শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুলগুলির মধ্যে সুস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হোক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উচ্চশিক্ষার পরিকাঠামোয় ত্রিপুরা এখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যে রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমবাসায় আরেকটি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হচ্ছে। ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য বহিরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতাও কমে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি আমরা নৈতিকতার শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তুলতে চাইছি।অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এদিন মিলন মেলার উদ্বোধন করে বলেন, রাজ্যে বহমান বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে তুলে ধরতে কাজ করছি। এখানকার জাতি জনজাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। নেশার বিরুদ্ধে লড়াই করে নেশাগ্রস্ত যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার। একাজে তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন। মিলন মেলা রাজ্যের সংস্কৃতি পরিমন্ডলকে তুলে ধরতে ও যুবদের সাংস্কৃতিক জীবন বোধে উজ্জীবিত করতে আয়োজন করা হয়েছে। মিলন মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিলন মেলার চেয়ারম্যান তথা তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস।

স্কলারশিপের দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

প্রায় প্রতি মাসেই খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

আজও স্কলারশিপের দাবিতে দপ্তরে যান বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা। সেখানে তাদের জানানো হয়, মাসের শেষে আবার আসতে। এই আশ্বাসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে স্কলারশিপ প্রদান করা হচ্ছে না, অথচ নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমাও জানানো হচ্ছে না। এতে তাদের পড়াশোনার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে।

বিক্ষোভকারীরা জানান, স্কলারশিপের টাকা না পাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফি জমা দিতে পারছেন না। এর ফলে বিভিন্নভাবে তাদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। এমনকি ফি জমা দিতে না পারায় পরীক্ষায় বসা নিয়েও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন অনেকেই। আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের।

এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সমস্যার সমাধান করে বকেয়া স্কলারশিপের অর্থ দ্রুত প্রদান করার দাবি জানিয়েছেন বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, আর দেরি নয়দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা।

ফুলচাষে স্বনির্ভরতার

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় মাত্র ২,৭৩৮ কানি জমিতে ফুলচাষ হত। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১,৭২০ কানি। আগে যেখানে মাত্র ২,১৯০ জন কৃষক এই চাষে যুক্ত ছিলেন, এখন সেখানে ৫৯,১০০ জন কৃষক ফুলচাষের সঙ্গে জড়িত।

ফুল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আগে যেখানে মোট উৎপাদন ছিল ১,১১৭ মেট্রিক টন, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২, ৭০৪ মেট্রিক টন। ২০১৮ সালের আগে রাজ্যের চাহিদার মাত্র ৩৫ শতাংশ ফুল স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হত, এখন তা বেড়ে ৮৯ শতাংশে পৌঁছেছে। ফলে বাইরে থেকে আমদানির প্রয়োজন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।

তিনি আরও জানান, খোলা মাঠের পাশাপাশি এখন সুরক্ষিত কাঠামোর মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে অর্কিড, জারবেরা ও অ্যান্থুরিয়াম চাষ করা হচ্ছে। আগে যেখানে এই ধরনের চাষ হত ২২৫টি ইউনিটে, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৫০৪টি। সুরক্ষিত চাষের হার ২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে। রাজ্যে ফুলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা হল কৃষিকাজ। আমরা কৃষকদের সেই সম্মান দিয়েই দেখি। ফুল ও শিশুকে ভালোবাসে নাএমন মানুষ ভালো মানুষ হতে পারে না। ফুল মানুষের মন পরিবর্তন করতে পারে, মানুষকে আরও মানবিক করে তোলে।

হারিয়ে যাওয়া ২৪টি

● প্রথম পাতার পর

একটি সোনার চেইন উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি কৈলাসহরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পশ্চিম জেলা পুলিশ প্রশাসনের এই সাফল্যে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন মোবাইল ফিরে পাওয়া সাধারণ মানুষ।

শহরজুড়ে নিগমের

● প্রথম পাতার পর

শহর হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অবৈধ ব্যবসা ও ফুটপাত দখলের কারণে যানজট এবং জনদুর্ভোগের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই কারণেই এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফুটপাত দখল, যত্রতত্র গাড়ি ও বাইক পার্কিং এবং ভেন্ডার বসানোর ফলে ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আগামীদিনেও অভিযান চালানো হবে। মূলত যাদের কাছে ভেন্ডার লাইসেন্স রয়েছে তারাই ব্যবসা করতে পারবেন। তাঁর কথায়, এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে।

এদিন মেয়র দীপক মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি আরও হয়ে বলেন, এখন থেকে কভার ড্রেনের উপর কিংবা রাস্তার ধারে কোনো যানবাহন পার্কিং করা যাবে না। রাস্তার ধারে ব্যবসা করতে হলে বৈধ ভেন্ডিং লাইসেন্স থাকতে হবে। এমনকি, শহরের যততত্রে গাড়িও পাকিং করা যাবে না। তাহলে নিগমের তরফ থেকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, এই অভিযানে শহরের বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন। অনেকেই পরিবার নিয়ে রাস্তায় বসে ব্যবসা করতেন। উচ্ছেদের ফলে তারা এখন বেকায়দায় পড়েছেন অভিযানের সময় একাধিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে কান্নায় ভেঙে পড়েন। যা গোটা এলাকায় আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। একাধিক হকারদের অভিযোগ, যথাযথ যাচাই না করেই পুর নিগম আমাদের স্টল ভেঙে দিয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা তো দূরের কথা আমাদের ভেন্ডিং লাইসেন্স থাকা সত্বেও স্টল ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মজদুর মনিটরিং সেলের সভাপতি দীপক কর উচ্ছেদ অভিযানকে নিয়ে নিগমের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেনেন তিনি। তিনি বলেন, এটি দরিদ্র পরিবারগুলোর প্রতি চরম অবিচার। যারা দৈনন্দিন রোজগারের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রবাদী বিচারধারা নিয়ে কাজ করা হকারদের কাছে লাইসেন্স থাকা সত্বেও বুলডোজার দিয়ে দোকানপাট গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে মজদুর মনিটরিং সেল হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিগম সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বিপ্লব কর আরও বলেন, সংগঠনকে জানানো হলে হকারদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতির সমাধান সম্ভব ছিল। কিন্তু গতকাল রাতে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে সংগঠন ও হকারদের অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 05-02-2026, 01:12

খেলাধুলা

জয়দীপ সরকারের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ওপিসি-কে হারিয়েজেসিসি কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনবদ্য জয় জেসিসি-র। ৪ উইকেটের ব্যবধানে ওল্ড প্লে সেন্টার তথা ও পি সি-কে পরাজিত করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে জয়ী হয়ে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব অর্থাৎ জেসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ চলছে। তিনদিনের ম্যাচ দুদিনেই শেষ করে জেসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া ম্যাচে ওপিসি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৯ ওভার ২ বল খেলে ১০৪ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জেসিসি ৪৩ ওভার ৩ বল খেলে ১৬১ রানে ইনিংস শেষ করে। ৫৭ রানে ব্যাকফুটে থেকে ওপিসি প্রথম দিনের খেলা শেষে ২ ওভার খেলে বিনা উইকেটে এক রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় আরও ৪৭ ওভার ৩ বল খেলে ওপিসি পুরো দশ উইকেট হারিয়ে আরও ১১০ রান যোগ করে ১১১ রানে দ্বিতীয় ইনিংসও শেষ করে নেয়। অতঃপর জেসিসি ২২ ওভার ৩ বল খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। জেসিসি-র জয়দীপ সরকার ২ ইনিংসে ৬৩ রানের বিনিময়ে মোট ১১ উইকেট দখল করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে বেশ সাহায্য করে এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া, ওপিসি-র সুপ্রতিম পাল পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল ৩১ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়ে জেসিসি-র আয়ুষ মন্ডলের ৩৫ রান, মোঃ মাহিন চৌধুরীর ৩৩ রান এবং ওপিসি-র যথার্থ সিংহ-এর ২৯ রান উল্লেখ করার মতো।

দুই ইনিংসে দেবজ্যোতির ১১ উইকেটে আমবাসাকে হারিয়ে কসমোপলিটন শেষ আটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় কসমোপলিটনের। ১০ উইকেটে বিশাল ব্যবধানে আমবাসা কে পরাজিত করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি টপকে কসমোপলিটন ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। টুর্নামেন্ট টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। তিনদিনের ম্যাচ দুদিনেই শেষ করে কসমোপলিটন ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া ম্যাচে আমবাসা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৬ ওভার ৩ বল খেলে ৯০ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন প্রথম দিনের খেলা শেষে ৪৮ ওভারে ছয় উইকেটে ১২৫ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় আরও ১৩ ওভার ২ বল খেলে অবশিষ্ট ৪ উইকেট হারিয়ে আরও ৪৮ রান যোগ করে ১৭৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। আমবাসা ৮৩ রানে পিছিয়ে থেকে ফের খেলা শুরু করে ৩৩ ওভার ৪ বল খেলে ৮৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংসও গুটিয়ে নেয়। অতঃপর কসমোপলিটন মাত্র দুই বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। কসমোপলিটনের দেবজ্যোতি পাল ২ ইনিংসে ৬৭ রানের বিনিময়ে ১১ উইকেট দখল করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। ব্যাটিংয়ে অংকুর রায় ভৌমিকের ৪৫ রান এবং আংশ ভাটনগরের ৩১ রান উল্লেখ করার মতো। আমবাসার দেবায়ন পালের ৩২ রান সংগ্রহ এবং শুভ দাসের ৫২ রানে ৫ উইকেট দখল অনেকটা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

তানিস্কের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে বিসিসি কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নয় উইকেটে চমকপ্রদ জয় বিসিসি-র। প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে হেরে ছিটকে যেতে হচ্ছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। নীপকো গ্রাউন্ডের খেলায় ৯ উইকেটে বড় ব্যবধানে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস কে পরাজিত করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের বাঁধা পেরিয়ে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব তথা বিসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। টুর্নামেন্ট টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। তিনদিনের ম্যাচ দুদিনেই শেষ করে বিসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। নীপকো গ্রাউন্ডে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৬ ওভার ৫ বল খেলে ১০৪ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিসিসি ২৭ ওভার ৩ বল খেলে ১৬০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ৫৬ রানে পিছিয়ে থেকে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথম দিনের খেলা শেষে ১২ ওভারে ৩ উইকেটে হারিয়ে ৩১ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ২৫ রানে পিছিয়ে থেকে খেলা শুরু করে আরও ১১ ওভার ২ বল খেলে অবশিষ্ট ৭ উইকেট হারিয়ে আরও ৩৫ রান যোগ করে ৬৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জয়ের জন্য ১১ রানের টার্গেটে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে বনমালী পুর ক্রিকেট ক্লাব ২ ওভার ২ বল খেলে ১ উইকেটে হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিসিসি-র তানিস্ক চক্রবর্তী এক ইনিংসে ৩৪ রানে ছয়টি এবং ব্যাটিংয়ে ২৬ রান তথা অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে অর্কজিৎ সাহা সর্বাধিক ৫১ রান পেয়েছিল ৪২ বল খেলে ৭টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর আয়ুষ দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৩ রান পেয়েছিল। বোলিং এ বিসিসি-র সন্দীপন দাসের ১৮ রানে ৫ উইকেট এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর রাকিব মিয়া ২৯ রানে চার উইকেট দখল উল্লেখ করার মতো।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা রাঁচীতে আগামীকাল ত্রিপুরা-হায়দ্রাবাদ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা এখন রাঁচিতে। প্রস্তুতি চূড়ান্ত প্রায়। প্রথম ম্যাচেই জয় চাইছে ত্রিপুরার সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা। প্রতিপক্ষ হায়দ্রাবাদ। ত্রিপুরা দল আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। বিসিসিআই আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ত্রিপুরা দলের গ্রুপে হায়দ্রাবাদ ছাড়া আরও যে দলগুলো রয়েছে তা হলো: পাঞ্জাব, রেলওয়েজ, কেরালা, গোয়া, সৌরাষ্ট্র ও দিল্লি। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টায় রাচির তৌরিয়ান স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা বনাম হায়দ্রাবাদের ম্যাচ। একই দিনে অন্য আরও তিনটি মাঠে গ্রুপের অপর খেলায় কেরালা-রেলওয়েজ, দিল্লি-গোয়া এবং পাঞ্জাব-সৌরাষ্ট্র পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য দল ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছে।

বলা বাহুল্য, রাজ্যদলের অধিনায়কের দায়িত্বে রয়েছেন ঋজু সাহা। ডেপুটির ভূমিকা মৌচৈতি দেবনাথ। রাজ্য দলের নির্বাচিত খেলোয়াররা হলেন: ঋজু সাহা (অধিনায়ক), মৌচৈতি দেবনাথ (সহ-অধিনায়ক), প্রিয়াঙ্কা আচার্য, অগ্রপূর্ণা দাস, ঝুমকি দেবনাথ, অন্বেষা দাস, ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া, অন্বিকা দেবনাথ, সুরভী রায়, মামন রবি দাস, পুজা দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক, রোহিনী মানে, মৌমিতা দেব, সুলক্ষণা রায়, নিকিতা দেবনাথ। স্ট্যান্ড বাই হিসেবে রাখা হয়েছে পাঁচজনকে। চিফ কোচ সারন্য আর এস। সহকারী কোচ শুভ্র পাল। ত্রিপুরা দলের পরবর্তী ম্যাচ যথাক্রমে ৮ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে, ১০ ফেব্রুয়ারি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা খেলবে কেরালার বিরুদ্ধে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা ও গোয়ার ম্যাচ রয়েছে। ১৬ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে সৌরাষ্ট্র ও দিল্লির মুখোমুখি হবে।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই: আগরতলায় আইএলএস হাসপাতালের পদযাত্রা

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বুধবার সকালে আগরতলায় এক উদ্দীপনাময় ওয়াকাথনের আয়োজন করল আইএলএস হাসপাতাল, আগরতলা। ইন্টারন্যাশনাল অনকোলজি ক্যান্সার ইনস্টিটিউট (আইওসিআই)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই পদযাত্রার মূল লক্ষ্য ছিলক্যান্সার প্রতিরোধ, দ্রুত শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরা। সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের রাস্তায় নেমে পড়েন প্রায় ২৪০ জন অংশগ্রহণকারী। ছাত্রছাত্রী, চিকিৎসক, নার্সিং কর্মী থেকে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে এই ওয়াকাথন হয়ে ওঠে এক অনন্য সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সেস, আইএলএস হাসপাতাল, আইএলএস নার্সিং ইনস্টিটিউট ও আইসিএফএআই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি অংশ নেন ৩৫ অসম রাইফেলস, বিএসএফ আগরতলা ও সিআরপিএফ-এর জওয়ানরাও। সকাল ৭টায় রবীন্দ্র ভবন গেট থেকে পতাকা নেড়ে যাত্রার সূচনা হয়। এরপর আরএমএস, পোস্ট অফিস চৌমুহনী ও সূর্য্য চৌমুহনী হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসে এই পদযাত্রা। গোটা পথজুড়ে ধ্বনিত হয় সচেতনতার বার্তাক্যান্সার সম্পর্কে ভয় নয়, চাই জ্ঞান ও সময়মতো চিকিৎসা।পদযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন আইএলএস হাসপাতাল আগরতলার চিফ অপারেটিং অফিসার ডা. গৌতম হাজারিকা, বিজনেস হেড মনোজ কুমার দেবনাথ, অপারেশনস হেড তনুজ সাহা, আইওসিআই আগরতলার ইউনিট হেড ডা. গৌতম মজুমদার, মেডিক্যাল অনকোলজিস্ট ডা. দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়, রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট ডা. দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, ৩৫ অসম রাইফেলস-এর মেডিক্যাল অফিসার ডা. প্রীতম দাস সহ আইএলএস-এর একাধিক সিনিয়র চিকিৎসক ও আধিকারিক।সমাবেশে বক্তারা একবাক্যে জানান, ক্যান্সার হলে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেইপ্রাথমিক স্তরে শনাক্ত করা গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রোগ নিরাময়যোগ্য। সুস্থ জীবনযাপন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সময়মতো চিকিৎসার ওপর জোর দেন তাঁরা।অনুষ্ঠানের শেষে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয় বেলুনআশা, ঐক্য এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াইয়ের প্রতীক হিসেবে।

ত্রিপুরাবাসীর দোরগোড়ায় আধুনিক ও বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিৎসা পৌঁছে দিতে আইএলএস হাসপাতাল আগরতলা ও আইওসিআই একযোগে কাজ করে চলেছে। পূর্ণকালীন মেডিক্যাল ও রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট, পিইটি-সিটি স্ক্যান, অত্যাধুনিক লিন্যাক রেডিয়েশন থেরাপি এবং সার্জিক্যাল অনকোলজি পরিষেবার মাধ্যমে 'এক ছাদের তলায়' সম্পূর্ণ ক্যান্সার চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে এই কেন্দ্রসাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই।

ইনিংসে ৯ উইকেট করে রিয়াদ, তপনের বিলোনিয়াকে হারিয়ে বিশালগড় কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন জয় বিশালগড়ের। ১০ উইকেটে বিশাল ব্যবধানে বিলোনিয়া কে পরাজিত করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে জয়ী হয়ে বিশালগড় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। তিনদিনের ম্যাচ দুদিনেই সম্পন্ন করে বিশালগড় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া ম্যাচে বিলোনিয়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩৬ ওভার ৩ বল খেলে ৭৪ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড় ৩৬ ওভার এক বল খেলে ১১৬ রানে ইনিংস শেষ করে। ৪২ রানে পিছিয়ে থেকে বিলোনিয়া প্রথম দিনের খেলা শেষে ১৬ ওভার খেলে ২৮ রান সংগ্রহ করতে ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলে। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় আরও ১১ ওভার ২ বল খেলে অবশিষ্ট ৪ উইকেট হারিয়ে আরও ১৮ রান যোগ করে ৪৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংসও শেষ করে নেয়। অতঃপর বিশালগড় মাত্র দুই ওভার খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিশালগড়ের অধিনায়ক রিয়াদ হোসেন প্রথম ইনিংসে দুই উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নয় উইকেট অর্থাৎ ২ ইনিংসে ৩৫ রানের বিনিময়ে মোট ১১ উইকেট দখল করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে অনেকটা সহযোগিতা করে এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। জয় অধিকারী পেয়েছিল ৬টি উইকেট নয় রানের বিনিময়ে। বিলোনিয়ার তপন ঘোষ এক ইনিংসে ৯ উইকেট পায় ২৩ রান দিয়ে। ব্যাটিংয়ে বিশালগড়ের সৌরভ সূত্রধরের ২৮ রান, শুভজিৎ দাসের ২৩ রান এবং বিলোনিয়ার অনুপ পালের ২৪ রান উল্লেখ করার মতো।

দুই ইনিংসে অভয়ের ১৬ উইকেট তেলিয়ামুড়াকে হারিয়ে ধর্মনগর কো:ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৮ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ধর্মনগরের। নক আউট তেলিয়ামুড়া। কসমোপলিটনের। রানির বাজার মাঠের খেলায় ৮ উইকেটে বড় ব্যবধানে তেলিয়ামুড়া কে পরাজিত করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের বাঁধা টপকে ধর্মনগর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। টুর্নামেন্ট টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটের। তিনদিনের ম্যাচ দুদিনেই শেষ করে ধর্মনগর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। রানির বাজার স্কুল গ্রাউন্ডে মঙ্গলবারে শুরু হওয়া ম্যাচে তেলিয়ামুড়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪১ ওভার ২ বল খেলে ৭৩ রানে ইনিংস শেষ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগর ৩৫ ওভার ৪ বল খেলে ১১১ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ৩৮ রানে পিছিয়ে থেকে তেলিয়ামুড়া প্রথম দিনের খেলা শেষে আট ওভারে বিনা উইকেটে ১৯ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ, বুধবার দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় তেলিয়ামুড়া ১৯ রানে পিছিয়ে থেকে খেলা শুরু করে আরও ৩১ ওভার ২ বল খেলে ১০ উইকেটে হারিয়ে আরও ৬৪ রান যোগ করে ৮৩ রানে ইনিংস শেষ করে নেয়। ধর্মনগর জয়ের জন্য ৪৬ রানের টার্গেটে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে ১০ ওভার ১ বল খেলে ২ উইকেটে হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ধর্মনগরের অভয় চক্রবর্তী ২ ইনিংসে ৩৭ রানের বিনিময়ে ১৬ উইকেট দখল করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে প্রদীপ পাল সর্বাধিক ৪৩ রান পেয়েছিল ৩৩ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। তেলিয়ামুড়া হৃদয় জিৎ সাহার ৩৮ রান এবং রাজদীপ দাসের ২৭ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে সোম্রাংশু পাল ৩১ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল।

ঝুঁকি নিতে নারাজ শ্রীলঙ্কা প্রশাসন, কলম্বোয় পা দিলেই সূর্যকুমার-সলমনদের মুড়ে ফেলা হবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায়

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামকে সে দিন মুড়ে ফেলা হবে কড়া নিরাপত্তার চাদরে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নির্বিঘ্নে শেষ করতে এমনই পরিকল্পনা করেছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কর্তারা।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। শোনা যাচ্ছে গোটা বিশ্বকাপ বয়কট না করলেও সূর্যকুমার যাদবদের বিরুদ্ধে না-ও খেলতে পারেন সলমন আলি আঘারা। সরকারি ভাবে এখনও অবস্থান স্পষ্ট করেননি পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তবু ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিচে চাইছে না শ্রীলঙ্কা প্রশাসন। প্রস্তুতিতে ফাঁক রাখতে চাইছেন না তাঁরা। ভারত এবং পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী সুনীল কুমারা গামাগে বলেছেন, "ভারত-পাক ম্যাচে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। এই ম্যাচটিকে আমরা আলাদা গুরুত্ব দিচ্ছি। কলম্বোর বিমানবন্দরে নামা থেকে শ্রীলঙ্কা ছাড়া পর্যন্ত দু'দলের জন্যই কড়া নিরাপত্তা থাকবে। সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হবে। পুলিশ ছাড়াও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে কমান্ডো বাহিনী।" অনেকটা বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের মতোই নিরাপত্তা দেওয়া হবে সূর্য্যকুমার, সলমনদের। বাকি দলগুলির জন্যও যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকবে বলে জানিয়েছেন গামাগে।শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের সচিব বান্দুলা দিশানায়েকেও প্রায় একই কথা বলেছেন। ভারত-পাক ম্যাচের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, "আমরা কোনও রকম আঞ্চলিক বিরোধে জড়াতে চাই না। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে সমস্যার কথা আমরা জানি। আমরা কারও পক্ষ নিতে চাই না। তিনটি দেশই আমাদের বন্ধু। অনুরোধ করা হলে, আমরা যে কোনও দেশের জন্যই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে প্রস্তুত।"গ্রুপের ম্যাচ ছাড়াও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে নকআউট পর্বে। পাকিস্তান বিশ্বকাপের সব ম্যাচই খেলবে শ্রীলঙ্কায়।

আশঙ্কাই সত্যি! টি-২০ বিশ্বকাপ দল থেকে ছিটকে গেলেন কামিন্স, অজি দলে নেই স্মিথও

আশঙ্কাই সত্যি হল। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন প্যাট কামিন্স। তাঁর জায়গায় ১৫ জনের দলে জায়গা পেয়েছেন বেন ডোয়ারশুইস। তবে জায়গা পাননি স্টিভ স্মিথের মতো তারকা। মিচেল মার্শের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ খেলবে অস্ট্রেলিয়া।অস্ট্রেলিয়া দল: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান এলিস, জশ হ্যাজেলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাট কুহনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট রেনশ, মার্কাস স্টোইনিস, অ্যাডাম জাম্পা।

পেনচাক সিলাট চেম্পিয়ানশিপে ত্রিপুরার ঝুলিতে আটটি পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।পেনচাক সিলাট মার্শাল আর্টে আবারও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখল ত্রিপুরা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তৃতীয় অল ইন্ডিয়া পেনচাক সিলাট মার্শাল আর্ট চেম্পিয়ানশিপে অংশ নিয়ে রাজ্যের খেলোয়াড়রা মোট ৮টি পদক অর্জন করে রাজ্যের ক্রীড়া জগতে গৌরবের সংযোজন করেছেন।প্রতিযোগিতা শেষে গত ২ ফেব্রুয়ারি পদকজয়ী খেলোয়াড়রা বিমানযোগে আগরতলায় ফিরে আসেন। তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য পেনচাক সিলাট সংস্থার সভাপতি তনয় দাস এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার সভাপতি সুনীল দাস।ফুলের তোড়া ও শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে খেলোয়াড়দের উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

চ্যাম্পিয়ানশিপে পদকজয়ী খেলোয়াড়রা হলেন সিমনারুর রহমান, জয়েশ দেবনাথ, তনয় দেবনাথ, তৃষা দেবনাথ, দেবাঞ্জনা সরকার, অস্মিতা দে, অনিক দাস এবং শিবাঙ্গী দাস। তাঁদের এই সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আগরতলার কোচ উত্তম আচারা, যাঁর দক্ষ প্রশিক্ষণ খেলোয়াড়দের জাতীয় স্তরে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছে।এছাড়াও উত্তর ত্রিপুরা জেলা থেকে প্রথমবারের মতো এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী মধুশ্রী সিনহাকেও বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে বরণ করে নেন সীতা সিনহা। এই সাফল্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

ব্যর্থ হরমনপ্রীতের ৮২ রানের ইনিংস গুজরাতের কাছে হেরে মেয়েদের আইপিএলে আরও চাপে মুম্বই

মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে দিল গুজরাত জায়ান্টস। প্রথমে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৬৭ রান করেন অ্যাশলে গার্ডনারেরা। জবাবে হরমনপ্রীত কৌরের দলের ইনিংস শেষ হল ৭ উইকেটে ১৫৬ রানে। ১১ রানে হেরে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে আরও চাপে পড়ে গেল মুম্বই। এ দিনের জয়ের ফলে গুজরাত ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল। ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে মুম্বই টস জিতে প্রথমে ব্যাট গার্ডনার। ওপেনার বেথ মুনি (৫) দ্রুত আউট হয়ে যান। ইনিংসের হাল ধরেন অন্য ওপেনার সোফি ডিভাইন এবং অনুষ্কা শর্মা। ডিভাইন করেন ২১ বলে ২৫। অনুষ্কার অবদান ৩১ বলে ৩৩। তবে দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেয় চতুর্থ উইকেটে গার্ডনার এবং জর্জিয়া ওয়ারহ্যামের ৭১ রানের জুটি। গার্ডনার করেন ২৮ বলে ৪৬। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৭টি চার এবং ১টি ছক্কা। ওয়ারহ্যাম অপরাজিত থাকেন ২৬ বলে ৪৪ রানের ইনিংস খেলে। ৪টি চার এবং ২টি ছয় মারেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২ গজে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতী ফুলমালি (অপরাজিত ৫)।মুম্বইয়ের সফলতম বোলার অ্যামেলিয়া কের ২৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ২৯ রানে ১ উইকেট শাবনিম ইসমাইলের। এ ছাড়া ৩৬ রানে ১ উইকেট ন্যাট সিভার ব্রান্টের।জয়ের জন্য ১৬৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৩৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় হরমনপ্রীতের দল। ওপেনার হেইলি ম্যাথিউস (৬) এবং তিন নম্বরে নামা ব্রান্ট (২) দলকে ভরসা দিতে পারেননি। অন্য ওপেনার সজীবন সাজানাও (২৫ বলে ২৬) বড় রান পাননি। চাপের মুখে পরিস্থিতি সামলানোক চেষ্টা করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। কিন্তু অন্য সতীর্থদের থেকেও তেমন সাহায্য পেলেন না তিনি। কের (২০), আমনজ্যোৎ কৌর (১৩), সংস্কৃতি গুপ্ত (০), পুনম খেমনারেরা (২) প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারেননি। মুম্বই অধিনায়ক শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেন ৪৮ বলে ৮২ রানের ইনিংস খেলে। ৮টি চার এবং চারটি ছক্কা মেরেও দলকে জেতাতে পারলেন না সতীর্থদের ব্যর্থতায়।গুজরাতের সফলতম বোলার ডিভাইন ২৩ রানে ২ উইকেট নিলেন। ২৬ রানে ২ উইকেট ওয়ারহ্যামের। ২৬ রানে ১ উইকেট গার্ডনারের। ১২ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন কেশভি গৌতমের। এ ছাড়া ৪৬ রান দিয়ে ১ উইকেট রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়ের।

আমবাসা সুশাসন কাপ ক্রিকেটে সেরা পুষ্পা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।আমবাসা পৌর পরিষদ আয়োজিত সুশাসন কাপে একটি দুর্দান্ত ম্যাচ উপহার দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ তুলে নিল টিম পুষ্পা।সুশাসন কাপের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় টসে জয়লাভ করে পোল্ট্রি বয়েজ। টসে জয়লাভ করে টিম পুষ্পাকে ব্যাট করতে আহ্বান করে ক্যাপ্টেন উত্তম কলই। সাত ওভারের খেলায় দুর্দান্ত একটি ইনিংস করে ১০৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেয় পোল্ট্রি বয়েজের জন্য।১০৫ রানের বিশাল ইনিংস এর পেছনে তারা করতে গিয়ে মাত্র ৫৭ রানে করেই মাঠ ছাড়তে হয় পোল্ট্রি বয়েজকে।প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমবাসা পৌর পরিষদের উদ্যোগে আমবাসা চান্দাই পাড়া মাঠে আয়োজন করা হয় সুশাসন কাপ টুর্নামেন্ট।৩২টি টিম অংশগ্রহণ করে এই সুশাসন কাপে।গত ৩রা ফেব্রুয়ারি ছিল চূড়ান্ত পর্বের খেলা।এই সুশাসন কাপ সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুশাসন কাপের কনভেনার তথা কাউন্সিলর সুমন দেবনাথ বিশিষ্ট সমাজসেবী আশীষ ভট্টাচার্য্য ও অজয় অধিকারী এবং আমবাসা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিমা মালাকার।

মনরেগা প্রকল্প পূর্নবহাল সহ ৪ টি শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটের ডাক সিআইটিইউ-র

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী: দেশের শ্রমিক ও কৃষকরা দেশ গড়ার চাবিকাঠি। কিন্তু দু:খের বিষয় তাঁদের জীবন কেন্দ্র সরকারের শাসনকালে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এর বিরুদ্ধে সকলকে একত্রে লড়াই করতে হবে। তাই মনরেগা প্রকল্প পূর্নবহাল সহ ৪ টি শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সিআইটিইউ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য নেতৃত্ব শংকর প্রসাদ দত্ত। পাশাপাশি, তিনি সর্বস্তরের মানুষকে ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

সিআইটিইউ রাজ্য নেতৃত্ব শংকর প্রসাদ দত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, দেশের শ্রমিক ও কৃষকরা দেশ গড়ার চাবিকাঠি। কিন্তু দু:খের বিষয় আজ তাঁদের জীবন কেন্দ্র সরকারের শাসনকালে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রের বর্তমান বিভিন্ন নীতির ফলে শ্রমিকদের অধিকার ক্রমশ খর্ব হচ্ছে। এরই বিরুদ্ধে সকলকে একত্রে লড়াই করতে হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে বলেন, আমাদের ধর্মঘটে যেতে বাধ্য করেছে সরকার। কারণ, নতুন শ্রম আইন সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকস্বার্থবিরোধী এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র এই আইন প্রণয়ন করেছে। এই সিদ্ধান্ত সরকার পুরোপুরি কর্পোরেটদের স্বার্থের জন্য লাগু করেছে। এই আইনের আওতার বাইরে থাকবে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ। কারণ, দেশের বেকার প্রবীণ ও কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী এই আইন।

তাঁর কথায়, গোটা দেশের কৃষকদের আন্দোলনের জেরে ২৯ টি শ্রম আইন বাতিল করে শ্রম বিরোধী ৪টি শ্রম কোড লাগু করেছে কেন্দ্র সরকার। এই শ্রম কোড লাগুর ফলে ৮ ঘণ্টার কাজকে ১২ ঘণ্টা বাধ্যতামূলক করার অধিকার কর্পোরেটের হাতে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১ লা এপ্রিল থেকে ৪টি শ্রম কোড লাগু হলে শ্রমিকরা বেকায়দায় পড়বে। এদিকে, এমজিএনরেগা প্রকল্প বাতিল করে নতুন ভি বি-জি রাম জি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। যা দেশের গরিব ও দুঃস্থ মানুষের স্বার্থবিরোধী।এমজিএনরেগা প্রকল্পের ফলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে গ্রামীণ শ্রমিকরা উপকৃত হতেন। কিন্তু এই প্রকল্প বাতিল হলে গ্রামীণ দরিদ্র শ্রমিকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাই শ্রমিকবিরোধী সরকারকে পরাস্ত করতে সকলে ময়দানে নামতে হবে।

তাই সিআইটিইউ'র পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মচারী সহ সর্বস্তরের মানুষকে এই ধর্মঘটে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক-বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জোরালো বার্তা দেওয়া হবে।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার, ঘটনায় জড়িত দুই অভিযুক্ত আটক

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: চুরি যাওয়া একটি বাইক উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ঘটনায় জড়িত দুই অভিযুক্তকে আটক করেছে কাঁকড়াবন থানার পুলিশ। ধৃত অভিযুক্তদের নাম শ্যামল দাস ও সুব্রত পাটোয়ারী। দু'জনেরই বাড়ি কাঁকড়াবনের দুর্গা চৌমুহনী এলাকায়।

গোপন খবরের ভিত্তিতে, বাইক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমে শ্যামল দাসকে আটক করে কাঁকড়াবন থানার পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আরও একজনের নাম উঠে আসে। এরপর সুব্রত পাটোয়ারীকেও আটক করা হয়। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে শ্যামল দাসের বাড়ির পাশের একটি জঙ্গল এলাকা থেকে চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বাইকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে কাঁকড়াবন থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, চুরি সংক্রান্ত অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে অভিযুক্তরা জড়িত কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কোয়াইফাং এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী: জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কোয়াইফাং এলাকায় রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে একাধিক স্থানে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

এদিন পরিদর্শনকালে মন্ত্রী কোয়াইফাং থেকে বাগমারা যাওয়ার পথে চলমান সড়ক নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। তিনি রাস্তার গুণমান ও নির্মাণের মান নিয়েও বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। এছাড়াও শ্রীকান্ত বাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের কাজের অগ্রগতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি কৃষ্ণরাম পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বলেন, ওই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো, শিক্ষা ও মৌলিক পরিষেবার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। সরকার এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং প্রতিটি প্রকল্প স্বচ্ছতা ও গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার সিপিআইএমের

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: এমজিএনরেগার নাম পরিবর্তন সহ বিজেপি সরকার কর্তৃক শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হরণ এবং গরিব মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে আজ সদর মহকুমার পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন আশ্রম চৌমুহনী বাঁধ সংলগ্ন দক্ষিণ চন্দ্রপুর এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হয়। প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৃষ্ণা রক্ষিত, সদর মহকুমা সম্পাদক অমল চক্রবর্তী, সদর মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অরুণ সিনহা, সঞ্জয় দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন অমল চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকারের শ্রমিক-বিরোধী নীতির ফলে শ্রমজীবী ও গরিব মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে খোয়াই সুভাষ পার্ক সংলগ্ন চৈত্র মেলা গ্রাউন্ডে আজ থেকে তিনদিন ব্যাপী তৃতীয় খোয়াই জেলাভিত্তিক সরস মেলা শুরু হয়েছে। মেলার উদ্বোধন করে বন, সাধারণ প্রশাসন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বদ্ধপরিকর। সরস মেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী স্বশক্তিকরণ। আগে যারা গৃহিনী ছিলেন তারা তাঁদের প্রতিভা ব্যবহার করে আজ লাখপতি দিদিতে পরিণত হয়েছেন। এতে করে প্রতিটি পরিবার আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। এতে ধীরে ধীরে সমাজ, গ্রাম, শহর, রাজ্য, দেশ আত্মনির্ভর তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি এই লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দিতে নাগরিক, সরকার এবং প্রশাসনকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং নিরলস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বর্তমানে রাজ্যে স্ব-সহায়ক দলের সংখ্যা ৫৪ হাজার পেরিয়ে গেছে। তিনি আরো বেশি করে এইসব মেলা আয়োজনের গুরুত্ব এবং মেলায় জনগনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এর উপর জোর দেন।

মেলায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন পদ্মবিল বিএসি''র চেয়ারম্যান প্রশান্ত দেববর্মা, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। মঞ্চে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য অনুকূল দাশ, খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক নির্মল কুমার ঝা, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং বক্তব্য রাখেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীস নাথ শর্মা। মঞ্চে দুইজন লাখপতি দিদি তুলাশিখর আরডি ব্লকের এলিনা দেববর্মা এবং খোয়াই আর ডি ব্লকের সোনালী সিংহ গুপ্তা স্ব-সহায়ক দল গঠন করে তাদের আত্মনির্ভর হওয়ার সাফল্যের কাহিনী সকলের সামনে তুলে ধরেন। মেলায় বিভিন্ন দপ্তর, স্ব-সহায়ক দল মিলে মোট ৫০ টি প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে। অতিথিগণ তা ঘুরে দেখেন। মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবসে আগরতলায় ওয়াকথন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে আগরতলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ওয়াকথনের আয়োজন করা হয়। আগরতলা হাসপাতালের উদ্যোগে আয়োজিত এই ওয়াকথনটি শুরু হয় আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে। এরপর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে কর্মসূচিটি সম্পন্ন হয়।

এই ওয়াকথনে চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতাল কর্মী, সমাজকর্মীসহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা ক্যান্সার প্রতিরোধ, সময়মতো রোগ নির্ণয় এবং সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরেন বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে।

উদ্যোক্তারা জানান, ক্যান্সার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্ত করা গেলে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যায়। সেই বার্তাই মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে এই ওয়াকথনের আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

১২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট সফলের দাবিতে বিলোনিয়ায় সিপিআইএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি: আজ বিলোনিয়া থানার অধীন পাইখোলা অঞ্চলের সিপিআইএম কমিটি পাইখোলার প্রদীপ পালের বাড়ির সামনে থেকে পাইখোলা বাজার পর্যন্ত একটি মিছিলের আয়োজন করে। মিছিল শেষে তারা পাইখোলা বাজারে সমবেত হয় এবং সেখানেই একটি পথসভা করে।

এই কর্মসূচিটি আগামী ১২/০২/২০২৬ তারিখে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে এবং বিজেপি সরকারের শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থবিরোধী নীতি, যার মধ্যে শ্রম আইন বাতিলও অন্তর্ভুক্ত, তার প্রতিবাদে আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রী দীপঙ্কর সেন বিধায়ক, শ্রী প্রদীপ পাল সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য, শ্রী বাসুদেব মজুমদার সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য, শ্রী তাপস দত্ত সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক, শ্রী আশীষ দত্ত সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য, শ্রী বিশ্বজিৎ দেবনাথ পাইখোলা অঞ্চল কমিটির লোকাল কমিটির সম্পাদক, নির্মল ভৌমিক বিসি নগর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

পাট্টা জমির বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে জোর তেলিয়ামুড়ায় একদিনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: জমির সঠিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তেলিয়ামুড়ায় অনুষ্ঠিত হল এক গুরুত্বপূর্ণ একদিনের কর্মশালা। ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাহাড়ি এলাকার আধিক্য রয়েছে। এই পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য কারণে এখনও বহু জমি অনাবাদি অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে পাট্টা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হলেও, প্রাপকেরা সেই জমিগুলি কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারছেন এবং তার মাধ্যমে কতখানি আর্থ-সামাজিক উন্নতি সম্ভব হচ্ছেতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে সময়ের দাবি হিসেবে উঠে এসেছে পাট্টা জমিগুলিকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যবহার করার বিষয়টি। সেই লক্ষ্যেই আজ তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন রূপক সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পান্থ (আইএএস) সহ বন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা।

কর্মশালায় আলোচনায় উঠে আসে, পাট্টা জমিগুলির প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে কীভাবে সেগুলির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা যায়। বক্তারা জানান, বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে পাট্টা জমিতে রাবার চাষের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে অন্যান্য কৃষিজ ফসল ও ফলের চারা রোপণ করা হচ্ছে। তবে প্রকৃত অর্থে এই উদ্যোগগুলিকে আরও বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজন রয়েছে। এই কর্মশালা থেকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, বিশেষত বন বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পরিকল্পনাগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। পাট্টা জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষক ও উপকারভোগীদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে চলার বার্তা স্পষ্টভাবে উঠে আসে আজকের এই একদিনের কর্মশালা থেকে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন কাঞ্চনমালার নাগরিকরা

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারী: কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হোমিওপ্যাথিক বহির্বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. নীলাঞ্জিতা চন্দের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের দায়িত্বে রয়েছেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিজের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি চরম অবহেলা প্রদর্শন করছেন।

সানিয়া ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাসের বেশিরভাগ সময়ই ডা. নীলাঞ্জিতা চন্দ হাসপাতালে উপস্থিত না থেকে বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকেন। যেদিন তিনি হাসপাতালে আসেন, সেদিনও সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছেমতো সময়মতো আসেন ও চলে যান। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগে চিকিৎসকদের সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখার কথা থাকলেও অভিযোগ, ডা. নীলাঞ্জিতা চন্দ প্রায়শই সকাল ১০টার আগে হাসপাতালে আসেন না এবং দুপুর ১টার মধ্যেই হাসপাতাল ত্যাগ করেন।

ফলে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে বহু রোগীকে নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, যেদিন চিকিৎসক হাসপাতালে আসেন না, সেদিন তো পরিষেবা মেলেই না, আবার যেদিন আসেন সেদিনও দুপুরের পর তাঁকে হাসপাতালে পাওয়া যায় না।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, একজন চিকিৎসকের মূল দায়িত্ব রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হলেও ডা. নীলাঞ্জিতা চন্দ তা উপেক্ষা করে অন্যান্য কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। বুধবার তিনি হাসপাতালে উপস্থিত থাকলেও সকাল ১১টার সময় এক রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে তাঁকে চেম্বারে পাননি। পরে তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতালের মাঠ ও আশপাশে মোবাইল ফোনে কথোপকথনে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় বলে অভিযোগ।এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এক রোগী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন চিকিৎসক কাঞ্চনমালা হাসপাতালে প্রয়োজন নেই।" স্থানীয়দের দাবি, ডা. নীলাঞ্জিতা চন্দ যদি নিয়মিতভাবে অন্যান্য কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে এলাকার সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন কীভাবে?

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা সরকার ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডা. নীলাঞ্জিতা চন্দকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয় এবং তাঁর জায়গায় একজন দায়িত্বশীল চিকিৎসককে কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হোমিওপ্যাথিক বহির্বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২৯টি মোবাইল সহ বেশ কিছু আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসাম, ৪ ফেব্রুয়ারি।। আসামের শ্রীভূমি জেলা কারাগারে পুলিশের আচমকা অভিযান। ২৯টি মোবাইল সহ আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আসামের শ্রীভূমি জেলা কারাগারে পুলিশের এক আচমকা অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ ও আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

অভিযান চলাকালীন কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মোট ২৯ টি মোবাইল হ্যান্ড সেট সহ একাধিক নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।জেলা সিনিয়র পুলিশ সুপার লীনা দলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটি সামনে আসে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত দীর্ঘদিন ধরেই কারাগারের ভেতরে অবৈধভাবে মোবাইল ব্যবহার সহ জুয়া খেলা সহ নেশা সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ আসছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাতে এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের পর উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কীভাবে এই মোবাইল ফোনগুলি কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করল,তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রয়োজনে কারাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পুলিশ সুপার লীনা দল জানান, কারাগারের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও রকম আপস করা হবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনার পর জেলা কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তপশিলি জাতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডঃ বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার বিতরণ হল বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি: দক্ষিণ জেলা তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় তপশিলি জাতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডঃ বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার বিতরণ করা হয়।বুধবার বেলা বারোটায় বিলোনিয়া ব্রজেন্দ্র কিশোর ইনস্টিটিউশনের সার্ধশতবর্ষ হল ঘরে শংসাপত্র বিতরন অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সাথে ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক এমডি হাবিজ উদ্দিন , বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ,মহকুমা শাসক দেবাশীষ দাস,দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিক দীলিপ দাস, ডিসিএম সঞ্জয় শীল সহ দক্ষিণ জেলা তপশিলি জাতি কল্যান দপ্তরের আধিকারিক।

দক্ষিন জেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭১৬ জন তপশিলি জাতি ছাত্র ছাত্রীরা এই সুবিধার আওতায় এসেছে।আজ আঠাশ জনের হাতে মেধা শংসাপত্রতুলেদেনঅতিথিগন বাকিদের পরবর্তী সময়ে দেওয়া হবে।বিএমএস পোর্টালের মাধ্যমে এস সি ম্যারিট এওয়ার্ড বাস্তবায়িত করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় তপশিলি জাতি সেই সকল শিক্ষার্থী যারা ষষ্ঠ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বার্ষিক চূড়ান্ত পরীক্ষায় ষাট শতাংশ বা তার বেশী নম্বর অর্জন করে তারাই এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।মূলত তপশিলি ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ এবং তাদের কৃতিত্ব কে সন্মান জানানোর জন্য এই প্রকল্প বলে জানান দক্ষিণ জেলার তপশিলি দপ্তরের আধিকারিক পারেন্দ্র দাস।

টিআরইএসপি প্রকল্পে মডেল ভিলেজ গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ, বুরাখা গ্রামে সিপার্ড -এর তিনদিনের প্রশিক্ষণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত ত্রিপুরা রুরাল ইকোনোমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট-এর আওতায় মডেল ভিলেজ প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে স্টেট ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (সিপার্ড)-এর উদ্যোগে মান্দাই ব্লকের বুরাখা গ্রামে আজ থেকে তিনদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।

৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের কৃষি পশুপালন , মৎস্যচাষ, পঞ্চায়েত, আইসিডিএস, কর্মকর্তা, কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন, প্রোডিউসার গ্রুপ সদস্য, স্ব-সহায়ক দলের সদস্যা এবং ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন-এর প্রতিনিধিরা। সফল পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গ্রামভিত্তিক সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি আর তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সার্বিক পরিচালনায় রয়েছে শিপার্ড -এর প্রশিক্ষক দল ও টিআরইএসপি প্রকল্পের কর্মীরা। প্রশিক্ষণের তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন অনুপম দাস, ব্লক প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং সাস্বস্তি মজুমদার; পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়া ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টস অফিসার।

উল্লেখযোগ্যভাবে, বুরাখা গ্রামই রাজ্যের প্রথম গ্রাম যেখানে মডেল ভিলেজ প্ল্যান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

এইভাবে রাজ্যের ২৩টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে রাজ্যস্তরে নেতৃত্ব দেবে সিপার্ড। মান্দাই ব্লকে পর্যায়ক্রমে আরও ৭টি গ্রামে এই ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে, যার মাধ্যমে গ্রামবাসীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রণয়নের পথ সুগম হবে।

মান্দাই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের আন্তরিক সহযোগিতায় শিপার্ড ও টিআরইএসপি টিম সফলভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করতে পেরেছে। তিনদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে শিপার্ড-এর প্রশিক্ষিত মাস্টার ট্রেইনাররা সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন।

প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই ডক্টর রাজীব মালাকার-এর নেতৃত্বে একটি রাজ্যস্তরীয় মনিটরিং টিম প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং কর্মসূচির অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে গ্রাম স্তরে ব্যাপক উৎসাহ ও ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে, যা টিআরইএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে জনজাতি এলাকার বিকাশে এক সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহন করতে সহায়ক হবে।

ইটভাট্টায় 'ভূতের উৎপাত' ঘিরে চাঞ্চল্য কাজ ছেড়ে পালাচ্ছেন শ্রমিকরা

আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: ইটভাট্টায় অশরীরী আতঙ্কের অভিযোগে চরম চাঞ্চল্য ছড়াল কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজার এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিরবাজার ফাইভ স্টার ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রির ইটভাট্টায়। শ্রমিকদের একাংশের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে ইটভাট্টা চত্বরে অদ্ভুত ও ভীতিকর ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছেন তারা। সেই আতঙ্কেই কাজ ছেড়ে ইটভাট্টা ত্যাগ করে নিজেদের গ্রাম বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন বহু শ্রমিক।

শ্রমিকদের অভিযোগ, ইটভাট্টায় নাকি অশরীরী আত্মারা ভয় দেখাচ্ছে। এমনকি তাদের শিশুদের ফেলে দেওয়া, জলে ধাক্কা দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে দাবি করা হয়েছে। শ্রমিকদের আরও বক্তব্য, অশরীরী আত্মারা তাদের কাছে এসে ইটভাট্টা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এই বিষয়টি একাধিকবার ইটভাট্টার মালিকপক্ষকে জানানো হলেও, তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ।

পরিস্থিতির জেরে বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে ইটভাট্টা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন শ্রমিকরা। তবে এখানেই শেষ নয়শ্রমিকদের আরও অভিযোগ, ইটভাট্টা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানানো সত্ত্বেও মালিকপক্ষ তাদের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিচ্ছে না। সেই দাবিতে এদিন ইটভাট্টার বাইরে দাঁড়িয়ে মালিকের সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষা করেন শ্রমিকরা। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও কারও দেখা না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা এবং প্রতিবাদ শুরু করেন।

খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেয়। এদিকে, ইটভাট্টায় 'ভূতের উপদ্রব' ঘিরে গোটা এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যদিও স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে এবং বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে। আবার অনেকেই ঘটনাটিকে গুরুতর বলে মনে করছেন। ফলে নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পুরো ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে এবং শ্রমিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন দেখার, তদন্তে কী উঠে আসে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়।

মোবাইলে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ, মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি থানার দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: মোবাইলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হল মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি উত্তম নমকে। এই ঘটনায় মেলাঘর পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মাডেপা এলাকার বাসিন্দা হরি মোহন দাসের বিরুদ্ধে মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৯ তারিখ মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি উত্তম নম সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা একটি বিতর্কিত মৎস্যজীবী এলাকায় সীমানা নির্ধারণ সম্পন্ন করেন এবং সেটিকে সমিতির আওতায় নিয়ে আসেন। অভিযোগ, এই ডিমারগেশন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই বিবাদের সূত্রপাত। সমবায় সমিতির সভাপতির অভিযোগ, সীমানা নির্ধারনের পর ১ ফেব্রুয়ারি রাতে তাকে মোবাইলে ফোন করেন পদ্মাডেপা এলাকার বাসিন্দা হরি মোহন দাস। ফোনে তিনি বিভিন্ন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। কেন ওই মৎস্যজীবী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা নিয়ে কৈফিয়ত দাবি করেন অভিযুক্ত। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় একাধিক প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী এলাকার দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সমিতি ও তার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদেরই। সেই ক্ষেত্রে হরি মোহন দাসের এই বিষয়ে আগ্রহ ও হস্তক্ষেপ কেন, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেলাঘর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খোয়াইয়ে জাতীয় সড়কে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত এক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ফেব্রুয়ারি: খোয়াই বড় বাগাই এলাকায় দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক বাইক চালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত অবস্থায় তাকে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে আজ সন্ধ্যা প্রায় পাঁচটা নাগাদ খোয়াই বড় বাগাই সংলগ্ন ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বড় বাগাই এলাকায় দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে আকাশ তাঁতি নামে এক বাইক চালক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতরভাবে আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা দ্রুত দমকল দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত যুবককে উদ্ধার করেন এবং দ্রুত খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে খোয়াই জেলা হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
05-02-2026, 01:07